আলিপুর বার্তা
এবার বোলপুর
শান্তিনিকেতনে
১নং প্ল্যাটফর্মের বুকস্টলে
খোঁজ করুন

৫৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী ৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৮ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ১১ আশ্বিন – ১৭ আশ্বিন, ১৪৩১ ঃ ২৮ সেপ্টেম্বর – ৪ অক্টোবর, ২০২৪
Kolkata : 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 48, 28 September - 4 October, 2024 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ন্যায় বিচারের দাবীতে ডায়মন্ড হারবার রোডে শখের

বাজারে পথে নামা তরুণীদের বিরুদ্ধে মামলা করে নোটিশ পাঠালো পুলিশ। অপরাধ জাতীয় সড়ক আটকে যান চলাচলে বাধা দিয়েছে তারা। দেওয়া হয়েছে জামিন অযোগ্য ধারা।

রবিবার : বঙ্গোপসাগরে উঠলো ঝড়। আর তার দাপটে বকখালি থেকে

৬৫ কিলোমিটার দূরে উল্টে গেল ট্রলার বাবা গোবিন্দ। জনা আটেক কোনোরকমে বাঁচলেও তলিয়ে গেলেন কেবিনে আটকে থাকা ৯জন মৎস্যজীবী।

সোমবার : বাংলার চলতি বন্যাকে ম্যান মেড আখ্যা দিয়ে

ডিভিসি–র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা আগেই জানিয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই মত রেগুলেশান কমিটি থেকে ইস্তফা দিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎসচিব ও সেচ দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার।

মঙ্গলবার : আইনজীবী আস্থা শর্মার আবেদনে সুপ্রীম কোর্টে

পিছিয়ে গেল আর জি কর মামলার শুনানী। প্রথমে ডক্টরস ফোরাম–এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানালেও পরে সব পক্ষের অনুমতি নিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে শুনানী হবে ৩০ সেপ্টেম্বর।

বুধবার : সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আপত্তি খারিজ

হয়ে যাওয়ায় উচ্চ প্রাথমিকে ১৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগে আর কোনো বাধা রইল না। আদালতের দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে অনুরোধ করেছেন চাকরি প্রার্থী মঞ্চের সভাপতি।

বৃহস্পতিবার : দলীয় রাজনীতির ছোঁয়া এড়িয়ে ন্যায় বিচার এবং

নিরাপত্তার দাবীতে গণ কনভেনশনের ডাক দিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর ফ্রন্ট। তারা এর জন্য ধনধান্যে স্টেডিয়াম চাইলেও তার অনুমতি দেয় নি কলকাতা পুরসভা।

শুক্রবার : তড়িঘড়ি করে করা আরজি কর হাসপাতালে নির্যাতিতার

সুরতহাল রিপোর্টে একাধিক ত্রুটি রয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিআই। ২৬ বছরের চাকরিতে এমন অবহেলিত সুরতহাল দেখেন নি বলে জানালেন এক তদন্তকারী।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বিশ্বাস ভাঙছে প্রতিদিন

ওঙ্কার মিত্র

"যেভাবে প্রশাসনের মদতে অযোগ্য ডাক্তার, জাল ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, থানায় বসে একটি বঙ্গ কন্যার মৃত্যুকে যেভাবে প্রতারণার রঙে রাঙানো হয়েছে তাতে বাঙালির মানবিক সত্তার মৃত্যু শুধু সময়ের অপেক্ষা।"

মাস দেড়েকের প্রতিবাদের পরে পুজোর বাজারটা একটু ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। বাঙালি তার ভাঙা মনেও শারদ মেঘের মত উঁকি দিচ্ছিল মায়ের আগমনীতে। ভাবছিল নতুন বস্ত্রে পবিত্র মনে বরণ করবে মাকে। বাজারে আগুন আর প্লাবন পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত মা–ই তো একমাত্র ভরসা। তাই আনন্দময়ীর আনন্দের কটাদিন ভুলতে চেয়েছিল নৃশংশতার স্মৃতি। কিন্তু এ ব্যাথা যে ভুলবার নয় সিবিআই, আদালত, প্রশাসন তা মনে করিয়ে দিচ্ছে প্রতিদিন। এতদিন ছিল অভয়ার বিচার ও কাজের ক্ষেত্রে ভয়হীন পরিবেশের দাবি। এখন সিবিআই তদন্তে যা উঠে আসছে তাতে বাঙালির যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। যেভাবে প্রশাসনের মদতে অযোগ্য ডাক্তার, জাল ওষুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে, থানায় বসে একটি বঙ্গ কন্যার মৃত্যুকে যেভাবে প্রতারণার রঙে রাঙানো হয়েছে তাতে বাঙালির মানবিক সত্তার মৃত্যু শুধু সময়ের অপেক্ষা। পরিকল্পনা করে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ভয় যাতে কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে। আগে শুষে নেওয়া হয়েছে বাঙালির অর্থ, এখন চলছে মানসিক সামর্থ শেষ করার চক্রান্ত। ছিনিমিনি চলছে বাঙালির মেধা নিয়ে। সামনে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে কিছু সাহায্য, ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে কিছু পাওয়ার আবেদন পত্র, বুঝিয়ে দেওয়া সাহায্য ছাড়া বাঙালি অচল। এ চক্রান্ত আজকের নয়। প্রাক স্বাধীনতা থেকে এর উন্মেষ। রাজধানী স্থানান্তর, দেশ ভাগ করে ইংরেজরা যা শুরু করেছিল তাকে পরিণতি দিচ্ছে দেশীয় শাসকের দল। তবুও কষ্ট যতই হোক বিশ্বাসের উপর ভর করেই বাঁচতে হবে বাঙালিকে। মুঠো আরও শক্ত করতে হবে। জুনিয়ার ডাক্তাররা যে অদম্য লড়াই শুরু করেছেন তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে তাকে নিয়ে যেতে হবে জয়ের প্রান্তে। দেখাতে হবে বাঙালি আজও পারে পথ দেখাতে। এখনও তদন্ত চলছে, ধরতে হবে সন্দেহজনক সকলকে। শুধু হাসপাতাল নয়, সমস্ত কর্মক্ষেত্রকে করতে হবে ভয়মুক্ত। একমাত্র দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থাই পারবে বাঙালিকে তার হৃত গৌরব ফিরিয়ে দিতে। যেসব রাজনীতিকরা এ গৌরব কেড়ে নিয়েছে, বাঙালিকে কাঙালি বানাবার ছক করেছে তাদেরকে চিরতরে দূর করতে হবে বাঙালীর কপাল থেকে। এজন্য ভোগ, বিলাস নয় কৃচ্ছসাধনই আগামীর পথ। এজন্য জোট বাঁধো, তৈরী হও।

চাকরি ছাড়লেন চিকিৎসক

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজ্যে যখন চিকিৎসক সঙ্কট চলছে তখন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার গাফিলতি অভিযোগ তুলে চাকরি ছাড়লেন রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মেডিসিন বিভাগের চিকিৎসক আনন্দ মণ্ডল। দীর্ঘ ১৭বছর তিনি চিকিৎসা করেছেন, চাকরি জীবনের এখনও ১২ বছর বাকি ছিল। ডাঃ আনন্দ মণ্ডল বলেন, যখন আমি কর্মজীবনে যুক্ত হই তখন রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতাল ছিল। অনেক পরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হয়েছে তাই দূর দুরান্ত থেকে অনেক রোগী আসে ভর্তি হতে। হাসপাতালে মেডিসিন বিভাগে বেডের চেয়ে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি, ফলে রোগীদের মেঝেতেই চিকিৎসা পরিষেবা নিতে হয়। হাসপাতালে চিকিৎসকের সংখ্যাও কম। ভালো চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায় না। ওয়ার্ডে পর্যাপ্ত নার্স নেই তারা ঠিকমতো রোগীদের পরিষেবা দিতে পারে না ফলে দুর্নাম হয় চিকিৎসকদের। ভালো চিকিৎসা করে থাকলেও অনেকক্ষেত্রে অপমানিত হতে হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

টা টা কলকাতা ট্রাম!

প্রীতম দাস, কলকাতা: এখন শুধুই স্মৃতি। কত ইতিহাসের চলমান সাক্ষী, দূষণহীন দুই বগির এই পরিবহন ১৫০ বছর ধরে যাত্রীদের পৌঁছে দিয়েছে গন্তব্যে। ঢংঢং ঘন্টার শব্দ আর শোনা যাবে না কলকাতার রাস্তায়। কলকাতা ট্রামের এই গঙ্গা প্রাপ্তিতে আপামর বাঙালির মন ভারাক্রান্ত। কালো পিচের রাস্তায় শুধু চক চক করছে ট্রাম লাইন। বিভিন্ন চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে গানে ট্রামের নস্টালজিয়া খুঁজে পাওয়া যায়। কতোই না প্রেমের গল্প শোনা যায় ছুটে চলার রোমান্টিক ঢকঢক শব্দে। ট্রামের সঙ্গেই জড়িয়ে ছিল কবি জীবনানন্দ দাসের জীবনের শেষ অধ্যায়। ট্রামের সাথে জড়িয়ে আছে কবি সুকান্তের রোজকার যাওয়া আসা। ভারতের একটি মাত্র শহর কলকাতার পরিচিতিতে ট্রাম আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকলেও আধুনিক বিলাসবহুল পরিবহনের চাপ ক্রমশ কমে এসেছিল যাত্রী। শেষমেষ ২০২৪ এর পুজোর আগেই এল দুঃসংবাদ। কোলকাতার সাথে ১৫১ বছরের সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী কলকাতা ট্রামের।

এরপর পাঁচের পাতায়

অরক্ষিত এলাকা, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে পিয়ালি বিটের বন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশাল এলাকা অরক্ষিত, আর তাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে কুলতলির পিয়ালি বিটের বন কর্মীরা।সুন্দরবনের কুলতলির সীমান্তবর্তী এলাকায় বনদপ্তরের বারুইপুর রেঞ্জের অধীন পিয়ালী বিট অফিস। চরম অব্যবস্থায় সুরক্ষাহীন হয়ে পড়ে আছে অফিসটি। এই বিট অফিসের বন কর্মীরা বারংবার প্রশাসনিক স্তরে জানানোর পরেও হাল ফেরেনি এই অফিসের। কুলতলি ব্লকের মেরিগঞ্জ১,২, কুন্দখালি গোদাবর, গোপালগঞ্জ, জালাবেড়িয়া ১,২ নং পঞ্চায়েতের মোট ৬টি পঞ্চায়েত এলাকা নিয়ে এই পিয়ালী বিট অফিসটি তৈরি হয়েছিল ১৯৮০ সালে। লাগোয়া এলাকায় পড়ে সুন্দরবনের অন্যতম এক পর্যটন কেন্দ্র পিয়ালী নদীর ওপরে তৈরি কেল্লা। এই বিট অফিসের অধীন ৮০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নদীর মধ্যে পড়ে, তাছাড়া ডোঙ্গাজোড়া,গোপালগঞ্জ ও মেরিগঞ্জ ১ নং এর মধ্যে থাকা ম্যানগ্রোভে জঙ্গল এলাকাও এর অর্ন্তবর্তী পড়ে। বর্তমানে এখানে ৯ জন কর্মী। বিট অফিসার–১জন, সহকারি বিট অফিসার –২ জন, অরণ্য সাথী–৪জন এবং সাফাই কর্মী –২ জন। সুন্দরবনের নদী মাতৃক এলাকার অফিস প্রায় ১২ বিঘা জমির উপরে তৈরি, তার মধ্যে প্রায় ৩ বিঘার একটি পুকুর, যেখানে বিভিন্ন এলাকা থেকে উদ্ধার করে আনা কচ্ছপ রাখা হয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

বেহাল রাস্তা, ক্ষুব্ধ মানুষ

ছবি : অরুন লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত আলিপুর সদর মহাকুমার একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হচ্ছে আমতলা থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত। এর আগেও আমরা এই রাস্তা নিয়ে খবর করেছি। কিন্তু এখনও রাস্তার সংস্কার না হওয়ায় অনেকেই আমাদের দপ্তরে ফোন করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

মেট্রোর জন্য জলশূন্য হল মনোহর দাস তড়াগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বি বা দী বাগের লালদিঘির মতোই শহর কলকাতার একটি ঐতিহ্যপূর্ণ জলাশয় হলো ময়দানস্থিত কলকাতা প্রেস ক্লাব লাগোয়া মনোহর দাস তড়াগ। ১৯০ বছরের ব্রিটিশ শাসন, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে কলিকাতা থেকে কলকাতা হয়ে ওঠার বহু ঘটনার সাক্ষী এই বৃহদাকার জলাশয়টি। জোকা–এসপ্ল্যানেড মেট্রোরেলের ভূগর্ভস্থ লাইন তৈরির জন্য বর্তমানে এই পুরনো জলাশয়টিকে সম্পূর্ণ জলশূন্য করা হয়েছে। পাশের রাস্তায় দ্রুতগতিতে পাতালরেল লাইন তৈরি হচ্ছে। কিছুদিন আগেও বহু কলকাতাবাসী বিকেলে অস্তগামী সূর্যের শোভা উপভোগ করতে নবরূপে সেজে ওঠা মনোহর দাস তড়াগের পাড়ে বসতেন। একসময় জঙ্গল, আবর্জনায় ভর্তি এই জলাশয়ের পাশে কেউ যেতে চাইতেন না। বছর কয়েক আগে অবস্থার পরিবর্তন হয়। রাজ্যের পূর্ত দপ্তর মনোহর দাস তড়াগের সৌন্দর্যায়নের কাজ শেষ করেছিল। পুরনো পচা পাঁক তুলে জলাশয়ের গভীরতা কয়েক গুণ বাড়ানো হয়েছিল। সেখানে ছাড়া হয়েছিল বিভিন্ন প্রজাতির রঙিন মাছ। তিনটি সুউচ্চ ফোয়ারা লাগানো হয়েছিল। ফলে জলাশয়ের আশেপাশের বাতাস শীতল হয়েছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

ফিরল না সৌরভ, হারিয়ে গেল স্বপ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাবা মাকে একটু ভালো রাখার জন্য সংসারের হাল ধরতে চেয়েছিল ১৯ বছরের সৌরভ দাস। সংসারের স্বচ্ছলতার জন্য গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরতে এই প্রথম বেরিয়েছিল সৌরভ। ১৭ জন মৎস্যজীবীর মধ্যে সবথেকে ছোট ছিল সৌরভ। উপায় করে ছোট্ট একটি পাকা বাড়ি বানাবে সে। কিন্তু একরত্তির এই আকুতি মঞ্জুর করলেন না ভগবান। এক নিমিষে সব শেষ করে দিল দানব সমুদ্র। গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরে ফেরার পথে ঝোড়ো হাওয়ায় উল্টে গিয়ে তলিয়ে গেল এফবি বাবা গোবিন্দ নামের ট্রলারটি। গভীর সমুদ্রে ইলিশ ধরার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না সৌরভের। মনে ছিল অদম্য ইচ্ছা। বাবার মতো সেও পারবে অতল গভীর থেকে তুলে আনতে রুপালী ফসল। কিন্তু বাড়ি ফেরা হল না সৌরভের। কান্নায় ভেঙে পড়েছে গোটা পরিবার।

বাবা কেরালায় মাছ ধরার কাজ করেন, সৌরভ সেখানে বাবার কাছে থেকে বেশ কিছুদিন রাজমিস্ত্রির কাজ করেছিল। তেমন রোজগার হচ্ছিল না। তাই কাকদ্বীপের মাইতি চকে নিজের বাড়িতে ফিরে আসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

বাঁধে ভাঙ্গন আতঙ্কে জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে বুধবার থেকে অবিরাম বৃষ্টি চলছে। এর ফলে কাকদ্বীপ মহাকুমার নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, সাগর ব্লকের বেশ কিছু অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন নদী বাঁধে ভাঙন দেখা দিয়েছে। জোয়ারের সময় ভঙ্গুরনদী বাঁধ টপকে নদীর জল ঢুকে পড়ছে বসৎ এলাকায়। আতঙ্কের প্রহর গুনছে সুন্দরবনবাসী। নামখানা ব্লকের মুড়িগঙ্গা, হাতানিয়া–দোয়ানিয়া এবং দুর্গানগর এলাকায় নদীবাঁধ ভেঙেছে। সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে অস্থায়ীভাবে বাঁধ সংস্কার করা হলেও, জোয়ারের সময় নদীর জল বাঁধ টোপকে এলাকায় ঢুকে পড়ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

দত্ত বাড়ির পূজায় আসতেন বঙ্কিমচন্দ্র, নেতাজী

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় বেশ কিছু পারিবারিক বনেদি বাড়ির দুর্গাপূজা হয়ে আসছে প্রাচীন কাল থেকে। তার মধ্যে অন্যতম জয়নগরের দত্ত বাড়ির দুর্গাপুজো। অনেকে এই পুজোকে বলেন সাদা দত্ত বাড়ির পূজা। ১৬৭৫ সালে জমিদার রামচন্দ্র দত্ত কলকাতা থেকে সুন্দরবনে এসে জমিদারি স্থাপন করেন। তারপর মা দুর্গার স্বপ্নাদেশ পেয়ে দুর্গাপুজোর আরাধনা শুরু করেন। মহালয়ার পরের দিন এই দত্ত বাড়িতে বোধন হত। তারপর টানা ১০ দিন পুরোহিতরা বন্দুকের শব্দ করে পূজায় বসতেন। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে এই দত্ত বাড়ির পূজা হয়ে আসছে। দত্ত বাড়ির পূজো প্রায় ৩৫০ বছরের প্রাচীন।

বাড়ির অধিকাংশ সদস্যরা দেশ–বিদেশে থাকেন কিন্তু পুজোর সময় সবাই বাড়িতে ফিরে আসেন। বংশপরম্পরায় এই দত্ত বাড়িতে মৃৎশিল্পী, পুরোহিত, ঢাকিরা তাদের কাজ সম্পাদন করে চলেছে। এই দত্ত বাড়ির ছেলে যোগেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে ছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্বের সম্পর্ক। সেই কারণে বারুইপুরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন প্রায়ই দত্ত বাড়িতে তিনি আসতেন। অনেকবার রাত কাটিয়েছেন এই দত্ত বাড়িতে। এই দত্ত বাড়িতে বসেই তিনি তার বিখ্যাত উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ' লিখেছিলেন। এই দত্ত বাড়ির এক ঠাকুমার সঙ্গে আত্মীয়র সম্পর্ক ছিল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। তিনিও দত্ত বাড়ির দুর্গাপূজায় আসতেন মাঝেমধ্যে। শোনা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বেশ কয়েকটি সভা তিনি দত্ত বাড়ির সামনে করেছিলেন। এখনও প্রাচীন রীতি মেনে সুভাষচন্দ্রের বাড়িতে এই দত্ত বাড়ির পূজার প্রসাদ যায়। পূর্বের ন্যায় এখনো এই দত্ত বাড়ির দুর্গাপূজায় বলি প্রথা চলে আসছে। তবে এখন আর পুরোহিতরা বন্দুক ছুঁড়ে পুজোয় বসেন না তার বদলে আতশবাজি ফাটানো হয়।

জমিদারি প্রথা অবলুপ্ত হলেও প্রাচীন রীতি মেনে ১০ দিন ধরে এখনও বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনে দত্ত বাড়িতে পূজা আরাধনা হয়। প্রাচীন ঐতিহ্য মেনে প্রতি রথযাত্রায় এই দত্ত বাড়ির পূজার কাঠামো পুজো করা হয়। প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই এই দত্ত বাড়ির উল্লেখ আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এই দত্ত বাড়ির ঐকান্তিক যোগাযোগ আছে।

ফাইল চিত্র

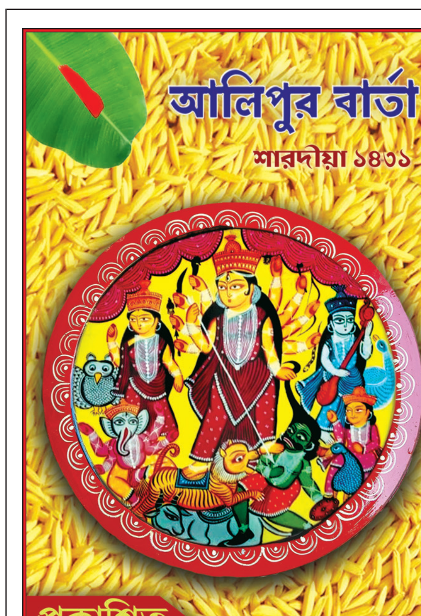

হ্যারি পটারের চেয়ে হরি পোদ্দার অনেক বেশি খাঁটি
জাদুশিল্পী পি সি সরকার জুনিয়র

শৌলমারীর সাধু–ই কী ভগবানজী?
ড. জয়ন্ত চৌধুরি

লোকসংস্কৃতিবিদ দিব্যজ্যোতি মজুমদার
ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা

এছাড়াও লিখেছেন

সুখেন্দু হীরা, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল, কৌশিক রায়চৌধুরী, সিদ্ধার্থ সিংহ, অরিন্দম আচার্য, দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, বিধান সাহা, উজ্জ্বল সরদার, প্রণব গুহ, প্রবীর নন্দী, শ্যামল কুমার সাহা, অশোকা পাঠক, কুনাল মালিক, নির্মল গোস্বামী, অভিমন্যু দাস, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলী, হান্নান আহসান, মানস ঘোষ, সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, অভিজিৎ সরকার, বিউটি পাল,জগদীশ মণ্ডল, ভীমচন্দ্র ঘোষ, সঞ্জয় চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ নস্কর,কল্যাণ রায়চৌধুরী সহ আরও অনেকে

স্বর্ণযুগের স্বরণীয় সুরকার ও গায়ক দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের মুখোমুখি ড. শঙ্কর ঘোষ

এখনই বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে

Alipur Barta: 58 year : Vol No.: 58, Issue No. 48, 28 September - 4 October, 2024

কাজের খবর

রেলে ৩,৪৪৫ টিকিট ক্লার্ক, ট্রেন্স ক্লার্ক, টাইপিস্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও জোনে কাজের জন্য নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগরিতে (NTPC- Under Graduate) উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৩,৪৪৫টি শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে, চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক: মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার B-2. বেসিক পে ২১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ : ২,০২২টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2. বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৩৬১টি। ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2. বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৯৯০টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক: মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার A-3. বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ: ৭২টি। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুণতে হবে ১-১-২০২৫"এর হিসাবে। জন্ম-তারিখ হতে হবে জেনারেল ও ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের বেলায় ২-১-১৯৯২ বা, তারপর, ও.বি.সি. দের বেলায় ২-১-১৯৮৯ বা, তারপর, তপশিলীদের বেলায় ২-১-১৯৮৭ বা, তারপর। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি"রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: CEN No. 06/2024. কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক"টি শূন্যপদ তা নিচে দেওয়া হল। প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দু"টি পর্যায়ের অনলাইন সি.বি.টি. টেস্ট হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে আগামী বছরের প্রথম দিকে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্টে ১০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস-৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) অঙ্ক-৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং- ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০% ও.বি.সি.রা ৩০% তপশিলী জাতির প্রার্থীরা ৩০% তপশিলী উপজাতির প্রার্থীরা ২৫% নম্বর পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। মোট শূন্যপদের ১৫ গুণ প্রার্থীকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টের জন্য ডাকা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টে ১২০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (২) অঙ্ক-৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় পাবেন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরিজি, হিন্দি ও উর্দুতে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, রাঁচী ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট, বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদের বেলায় টাইপিং স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা। কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক ও ট্রেন্স ক্লার্ক পদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে। অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে, চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (৩০-৭০ কেবির মধ্যে) আর কাস্ট সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্য) ৫০০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য লাগবে। প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করবেন। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন, ২২ অক্টোবরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম পূরণ করার পর কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা এডিট করতে পারবেন ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বরের মধ্যে।

সাধারণ প্রার্থীরা সি.বি.টি. পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা সি.বি.টি. পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)। কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইট কোনটি: আহমেদাবাদ RRB"র বেলায় www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর RRB"র বেলায় www.rrbajmer.org, এলাহাবাদ RRB"র বেলায় www.rrbald.nic.in, ব্যাঙ্গালোর RRB"র বেলায় www.rrbbnc.gov.in, ভূপাল RRB"র বেলায় www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর RRB"র বেলায় www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর RRB"র বেলায় www.rrbbilaspur.gov.in, চন্ডীগড় RRB"র বেলায় www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই RRB"র বেলায় www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর RRB"র বেলায় www.rrbgkb.gov.in, গুয়াহাটি RRB"র বেলায় www.rrbajmer.org, এলাহাবাদ RRB"র বেলায় www.rrbald.nic.in, ব্যাঙ্গালোর RRB"র বেলায় www.rrbbnc.gov.in, ভূপাল RRB"র বেলায় www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর RRB"র বেলায় www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর RRB"র বেলায় www.rrbbilaspur.gov.in, চন্ডীগড় RRB"র বেলায় www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই RRB"র বেলায় www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর RRB"র বেলায় www.rrbgkb.gov.in, গুয়াহাটি RRB"র বেলায় www.rrbguwahati.gov.in, জম্মু-শ্রীনগর RRB"র বেলায় www.rrbjammu.nic.in, কলকাতা RRB"র বেলায় www.rrbkolkata.gov.in, মালদা RRB"র বেলায় www.rrbmalda.gov.in, মুম্বাই RRB"র বেলায় www.rrbmumbai.gov.in, মজঃফরপুর RRB"র বেলায় www.rrb-muzaffarpur.gov.in, পটনা RRB"র বেলায় www.rrbpatna.gov.in, রাঁচী RRB"র বেলায় www.rrbranchi.org, সেকেন্দরাবাদ RRB"র বেলায় www.rrbsecunderabad.nic.in, শিলিগুড়ি RRB"র বেলায় www.rrbsiliguri.org, তিরুবনন্তপুরম বেলায় www.rrbthiruvananthapuram.gov.in RRB"র কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে কোন পদে ক"টি শূন্যপদ কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ১১৮টি। এর মধ্যে পূর্ব রেলে ৭৩টি (জেনাঃ ২৯, তঃজাঃ ১৮, তঃউঃজাঃ ২৬)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৮, প্রতিবন্ধী ৪। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৪৫টি (জেনাঃ ১৭, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৩ ই.ডব্লু.এস. ৫)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৫, প্রতিবন্ধী ২। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১৩২টি। এর মধ্যে পূর্ব রেলে ৪৬টি (জেনাঃ ১৯, তঃজাঃ ৮, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. ৫)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৫, প্রতিবন্ধী ২। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৮৬টি (জেনাঃ ৩৫, তঃজাঃ ১৩, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ২৩, ই.ডব্লু.এস. ৯)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৯। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১৮৭টি। এর মধ্যে পূর্ব রেলে ১১৬টি (জেনাঃ ৫৯, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ১২, ও.বি.সি. ২৭, ই.ডব্লু.এস. ৮)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১১, প্রতিবন্ধী ৬। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৭১টি (জেনাঃ ৩৫, তঃজাঃ ১১, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৫)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৭, প্রতিবন্ধী ৪। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে পূর্ব রেলে ১৫টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ২, প্রতিবন্ধী ১। মালদা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১২টি। এর মধ্যে পূর্ব রেলে ৯টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৩টি (জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২, ও.বি.সি.-প্রতিবন্ধী ১)। রাঁচী রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৬৮টি। এর মধ্যে পূর্ব-মধ্য রেলে ৮টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। এরমধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৬০টি (জেনাঃ ২৪, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৫. ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৬)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৬, প্রতিবন্ধী ২। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু. এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১। পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে পূর্ব-মধ্য রেলে ১২টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৪টি। এর মধ্যে পূর্ব-মধ্য রেলে ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)। আর.ডব্লু.পি-২টি (তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১)। গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ৮২টি (জেনাঃ ৩২, তঃজাঃ ১২, তঃউঃজাঃ ৭, ও.বি.সি. ২২, ই.ডব্লু.এস. ৯)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৯, প্রতিবন্ধী ৬। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট পদে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ৩১টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ২। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ৫৯টি (জেনাঃ ২২, তঃজাঃ ৯, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৮)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৭, প্রতিবন্ধী ৯। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলে ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে পূর্ব উপকূল বেলে ৯টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ইব্রু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে পূর্ব-উপকূল রেলে ২৮টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ১। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট পদে পূর্ব উপকূল রেলে ১৯টি (জেনাঃ ৮. তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ২. ইব্রু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১, প্রতিবন্ধী ২। আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে পশ্চিম রেলে ১৫৫টি (জেনাঃ ৬৩, তঃজাঃ ২৩, তঃউঃজাঃ ১২, ও.বি.সি. ৪০, ই.ডব্লু.এস. ১৭)। এর মধ্যে প্রাঃসংকঃ ১৫, প্রতিবন্ধী ৭। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৪৮টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৭টি। আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ১১টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৬০টি। বেঙ্গালউরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৪৮টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট পদে ৫টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লাক ৩: কাম ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ১৪টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট পদে ৩৬টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৮টি। বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ১১৫টি। ক্যাটেগরি নং ২ : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১৫টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ২২টি। চন্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে। ক্যাটেগরি নং ১। কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৯১টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ২২টি। ক্যাটেগরি নং ৩। জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১২৫টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৯টি।

চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৩৯টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ২৮টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১২৬টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ১টি।

গোরখপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ১০৭টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৮টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৫টি। জমুশ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৯২টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৪টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৪৭টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৪টি। মুম্বই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৪৯৭টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৪৫টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট পদে ১৪৭টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ১০টি। মুজফফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৬৩টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম -টাইপিস্ট পদে ৫টি।

প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১: কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৩২৮টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট পদে ১৪টি। ক্যাটেগরি নং ৩: জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিষ্ট পদে ৩৮টি। ক্যাটেগরি নং ৪: ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ৯টি।

সেকেন্দরাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৩২টি। ক্যাটেগরি নং ২: অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৩৭টি। ক্যাটেগরি নং ৩। জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ২০টি।

হোমিওপ্যাথিতে লিভারের সিস্ট কি ভালো হয়?

পার্থসারথি মল্লিক

এখন রোগীর লিভারের সিস্ট দেখা যাচ্ছে। এখন প্রশ্ন কেন লিভারে সিস্ট হয়? বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, শরীরের ভিতরের কোনও ইনফেকশন, ব্লিডিং, আঘাতজনিত কারণে সিস্টের আকার নিতে পারে। ইনফেকশন থেকে লিভারের মধ্যে পুঁজ জমে সিস্টের আকার নেয়। যাকে বলা হয় অ্যাবসেস। কোনও ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন থেকেও অ্যাবসেস হতে পারে। প্যারাসাইটিক ইনফেকশন থেকে হাইডাটিড সিস্টও হতে পারে। এই ইনফেকশন ফুসফুসেও ছড়ায়। লিভারে ছড়ালে তা সিস্টের আকার নেয়।

এছাড়া জন্মগত ত্রুটির কারণে খুব অল্প বয়সেই লিভারে একসঙ্গে অনেকগুলো ছোট ছোট সিস্ট হতে পারে। এই সিস্ট হলে কিডনিতেও সিস্ট দেখা যেতে পারে। বৃদ্ধ বয়সে শরীরের অন্য অঙ্গে ক্যানসারজনিত কারণেও লিভারে সিস্টের মতোই দেখা যায়। যা সিস্ট নয়, পেটের ক্যানসার।

প্যাংক্রিয়াস ক্যানসারে ও গলব্লাডারের ক্যানসার থেকে এই ধরনের লিভারের সমস্যা দেখা যায়। তাই সতর্ক থাকুন। জন্মগত অর্থাৎ লিভারের সঙ্গে যুক্ত ধমনী জিনগত কারণে ঠিকমতো তৈরি না হলে সেই স্থানে হেমাঞ্জিমা হতে পারে। এটি দেখতে সিস্টের মতোই হয়। যদিও এটি সিস্ট নয়।

লক্ষণ: বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অন্য অসুখের কারণে টেস্ট করতে গিয়েই সিস্ট ধরা পড়ে। কোনও লক্ষণ থাকে না। ব্যথা হলে পেটের ডানদিকের ওপরের দিকে ব্যথা হয়। একটা অস্বস্তি হতে থাকবে। হঠাৎ করেই সিস্টের মধ্যে ব্লিডিং শুরু হলে সেক্ষেত্রে ব্যথা হবে। জ্বর আসতে পারে। হঠাৎ করেই জন্ডিস ধরা পড়তে পারে।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা: অনেকেই মনে করেন সিস্ট মানেই অপারেশন। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় কি সিস্ট সারে? হ্যাঁ, সারে। আমার পিতৃদেব ডা. প্রকাশ মল্লিক একজন প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক। তাঁর কাছে প্রতিদিন বেশ কিছু সিস্টের রোগী আসেন। তাদের সিস্ট ভালো থাকছে, তা আলট্রাসাউন্ড করে দেখা গেছে। তিনি যে সমস্ত ওষুধগুলি ব্যবহার করেন সেগুলি হল- ইনফেকশনজনিত কারণে তিনি বেলেডোনা, হিপার সালফার, সাইলেশিয়া, টিউবারকুলিয়াম সিফিলিয়াম প্রভৃতি লিভারজনিত কারণে হলে টিলিয়া, বলডো, চেলিডোনিয়াম, কুরেশিয়া, ফ্যালেটাওরি, এরালিয়া এইচ প্রভৃতি। প্যাংক্রিয়াসের সমস্যাজনিত কারণে হলে রুবিয়া, আইরিসভাস, প্যাংক্রিটিনাম, ফ্যালটাওরি, সিউম্যানস্ট্যাস।

জন্মগতকারণে হলে প্যারাথাইরয়েডিনাম, আরএনএ, ডিএনএ প্রভৃতি ওষুধ ব্যবহার করে থাকেন। তবে কখনই চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড় ওষুধ খাওয়া উচিত নয়। কারণ চিকিৎসক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ওষুধের শক্তি নির্বাচন করে থাকেন, যা চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র-পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই-মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২৮ সেপ্টেম্বর — ৪ অক্টোবর, ২০২৪

মেষ রাশি : যে কোনো কাজে হঠকারি সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধান। প্রতারকের থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তান থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাত জনিত রোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষী দেবীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : সাহিত্য কবিতা গল্প প্রভৃতি লেখনী শিল্পসত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হস্তশিল্প জাত দ্রব্য তথা সৃষ্টিশীল কর্মে নতুন দিশার সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে ববসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই-বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্য হলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুজনরে থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি দরুণ কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিনি ১১ বার 'ওঁ শিব ওম শিব ওম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভ্রমণ আপাতত না রাই শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। পাড়া-প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে শুভ ফল পেতে পারেন।

প্রতিকার : লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফলাফলের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু থেকে সাবধান। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ঠাণ্ডা জনিত রোগে প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

মীন রাশি : হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তান থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং মান-সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

শব্দবার্তা ৩১৪

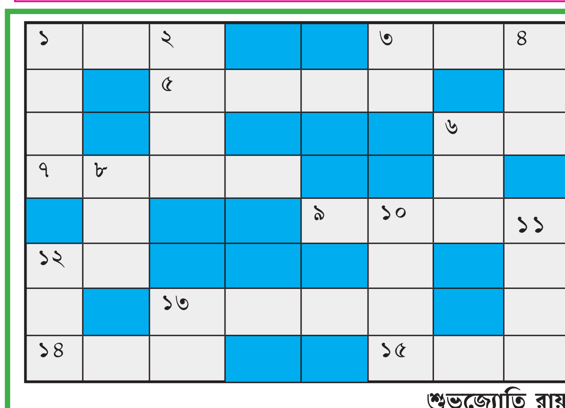

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। চতুর, বুদ্ধিমান ৩। লাল রং ৫। প্রতারক ৬। হালকা খাবার ৭। জাঁক, আড়ম্বর ৯। খাজাঞ্চি ১২। মন, হৃদয় ১৩। ঘটকের কাজ ১৪। তাড়াতাড়ি ১৫। খাঁচা, পিঁজরা।

উপর-নীচ

১। মুড়ির সঙ্গে দারুণ জমে ২। পায়রা ৩। মানুষ, ব্যক্তি ৪। পাতলা ৬। হীরা-মণি-মুক্তা খচিত ৮। গৃহ, ভবন ১০। পাথরে খদিত লেখন ১১। রঙিন ১২। দিনমান, দিবাভাগ ১৩। বংশ।

সমাধান : ৩১৩

পাশাপাশি : ১। অবাক ৪। স্বভাব ৫। তবলদার ৬। উপকূল ৭। ফলাহার ৯। রসিকেশ্বর ১১। মাজার ১২। সম্মান।

উপরনীচ : ১। অবতল ২। কতল ৩। ঠাকুরঘর ৪। স্বরূপ ৬। উত্তরদান ৭। ফরমান ৮। সীঘর ১০। কৈলাস।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৬২৮৯২২১৭০০

ক্রাইম ডেস্ক

বকখালিতে রমরমিয়ে দেহ ব্যবসা, গ্রেপ্তার ৫

রবীন দাস, কাকদ্বীপ : বকখালির একটি হোটেলে রমরমিয়ে চলছিল দেহ ব্যবসা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ বিষয়টি উর্ধ্বোত্তম কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে নামখানার সিআইয়ের নেতৃত্বে একটি স্পেশাল টিম গঠন করা হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে ওই হোটেলটিতে হানা দেয় টিমটি। ঘটনায় মোট ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশ। অভিযুক্তরা হলেন মদন পাত্র, ভিগুরাম রানা, বিকাশ মল্লিক, অনুপ দাস ও কৌশিক প্রধান। মূলত এই পাঁচজনের মধ্যে ২জন এজেন্ট হিসাবে কাজ করত। অন্যদিকে, ওই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে ২ জন কাস্টমারকেও এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই বিষয় নিয়ে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার অ্যাডিশন্যাল পুলিশ সুপার জোনাল কৌস্তব আদিত্য আচার্য বলেন, 'এই ঘটনায় পুলিশ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি দেখেছে ও তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।'

রাস্তা যেন মরণ ফাঁদ

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : এ তো নয় রাস্তা যেন মরন ফাঁদ। আর এই রাস্তা দিয়েই নিত্য দিনের যাতায়াত চলছে প্রাণ হাতে করে। বড় বড় মালবাহী গাড়ি থেকে শুরু করে চার চাকার ছোট–বড় গাড়ি, অটো, ট্রেকার, টোটো ও বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। ধূলাগড়ের দিক থেকে ধর্মতলা কিংবা হাওড়ার দিকে যেতে অঙ্কুরহাটি চেক পোস্টের আগে সরস্বতী ব্রীজের নিচে দিয়ে একটি রাস্তা আন্দুল থেকে ডোমজুড়ের দিকে গেছে। এই সরস্বতী ব্রীজের নিচের রাস্তার বেহাল দশা। দিনের বেলায় যানবাহন চলাচল করে গাড়ির আলো জ্বেলে। কারণ যাতে প্রতিটি গাড়ি তাদের দিক নির্ণয় করা ছাড়াও রাস্তা সম্পর্কে সকলে সচেতন করতে পারে। এই সরস্বতী ব্রীজের আশেপাশে রয়েছে বহু কলকারখানা। বহু মানুষ আসে রুটি–রোজগারের টানে। এটি একটি ব্যাস্ততম সড়ক। অথচ এই রাস্তাই আজ মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে। বৃষ্টি হলে তো স্কুল কলেজের ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীদের মাথায় হাত। সকলের একটাই দাবি অবিলম্বে এই রাস্তা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সারানোর উদ্যোগ না নিলে ঘটে যেতে পারে বড় দুর্ঘটনা। এখন দেখার বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দূর্গাপুজোর সময় রাস্তা সারানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে কি না প্রশাসন।

একদিনে ৬ হাজার মামলার নিষ্পত্তি জাতীয় লোক আদালতে

মুসকান খাতুন : একদিনে ৬ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হল জাতীয় লোক আদালতে। ১৪ সেপ্টেম্বর সারা দেশের সঙ্গে বীরভূমেও বীরভূম জেলা আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের ব্যাবস্থাপনায় লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয় বোলপুর, সিউড়ী ও রামপুরহাট আদালতে। তিনটি আদালতে মোট ২০ টি বেঞ্চ বসে। এদিন মোট ৮ হাজার ৫০০ মামলার মধ্যে ৬ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয় বলে বীরভূম জেলা আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের তরফে জানানো হয়। মোটর দুর্ঘটনা, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল, ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণ সহ বিভিন্ন মামলার নিষ্পত্তিতে ১০ কোটি টাকার মধ্যস্থতা হয়। জাতীয় লোক আদালত পরিচালানা করেন জেলা জজ তথা আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের চেয়ারম্যান আরতী শর্মা রায় ও আইনী পরিষেবা কতৃপক্ষের সচিক বিচারক নিরুপমা দাস ভৌমিক। উল্লেখ্য, ন্যাশানাল লিগ্যাল সার্ভিসেস অথরিটির নির্দেশে সারা দেশের সমস্ত জেলা ও মহকুমা আদালতে প্রতি ৩ মাস অন্তর লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয়। সেই মতো এদির পশ্চিমবঙ্গের অনান্য জেলার মতো বীরভূমের ৩ আদালতে লোক আদালত বসে। একদিনে এত মামলার নিষ্পত্তি হওয়াই খুশি আদালতের বিচারক থেকে বিচারপ্রার্থীরা। তিনটি আদালতে সুষ্ঠ ভাবে পরিচালনার জন্য ছিল যথেষ্ট পুলিশি নিরাপত্তাও।

নদী বাঁধ ধস, আতঙ্কে মানুষজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি বারে বারে প্রতিশ্রুতি মিললেও নদী বাঁধের কাজ হয়নি একটুও যার যার এই গভীর নিম্নচাপ ও ভারী বর্ষণে ৫০ মিটার নদী বাঁধে ধস। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা গ্রাম পঞ্চায়েতের নারায়ণগঞ্জ এলাকায় আনুমানিক ৫০ মিটার নদী বাঁধ ধস নেওয়ায় আতঙ্কের নদী বাঁধ পাহারা দিচ্ছে এলাকার মানুষজন।

এলাকার মানুষজনের অভিযোগ দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে এই নদী বাঁধ বেহাল অবস্থায় রয়েছে। আর এই বেহাল থাকার কারণে নদী বাঁধ ভাঙতে ভাঙতেই অবশেষে নদী কুলবর্তী এলাকার যে বাড়িঘর রয়েছে সেই বাড়ি ঘরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে নদীর ভাঙ্গন। তবে দক্ষিণবঙ্গের কয়েক দিন ধরে যে মুষলধারায় ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে ১৪ সেপ্টেম্বর নারায়ণগঞ্জ এলাকায় আনুমানিক ৫০ মিটার নদী বাঁধ ধ্বস নেয় আর যার ফলেই আতঙ্কে নদী বাঁধ পাহারা দিচ্ছে এলাকার মানুষজন। এলাকার মানুষজনের দাবি এর আগে একাধিক বার সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কিন্তু আদৌ তাতে কোন কাজ হয়নি।

পাশাপাশি অস্থায়ী নদী বাঁধ না করে একটি স্থায়ী নদী বাঁধ যাতে করা যায় সরকারের কাছে ও স্থানীয় লোক প্রশাসন ও নেতৃত্বকে বারে বারে জানানোর পরেও কোন ফল হয়নি। অগত্যা এখন নদীর ধারেই আতঙ্কে নদী বাঁধ পাহারা দিতে হচ্ছে এলাকার মানুষজনকে।

খানাখন্দে ভরা হাসপাতাল যাওয়ার রাস্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাস্তা তো নয় এযেন মরণ ফাঁদ! এই রাস্তা এতটাই বেহাল যে প্রতিদিন অটো, টোটো, বাইকের দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। ভারি ভারি পাথর ও বালি ওভারলোড ট্রাক ও ট্রাক্টর চলার ফলে পুরো রাস্তাটিতে গভীর খাল ও খানাখন্দে ভরে গেছে। এই নিম্নচাপের বৃষ্টিতে ওই খালে পড়ে টোটো,অটো,বাইকের দুর্ঘটনা লেগেই আছে। অনেকেই পড়ে গিয়ে জখম হচ্ছে। এমনই অভিযোগ মুরারই গ্রামীণ হাসপাতাল রোড় এলাকার বাসিন্দাদের। এই রোড দিয়ে রোগী নিয়ে যাওয়া দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নীরব রাজ্য সড়ক দপ্তর ও স্থানীয় প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মুরারই বেগুন মোড় থেকে মুরারই হাসপাতাল হয়ে ঝাড়খন্ডের রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয় ওই রাস্তাটি। মুরারই ১নং ব্লকের বেগুন মোড় থেকে কনকপুরের ঝাড়খন্ড বর্ডার পর্যন্ত ৭ কিমি। এলাকার মানুষজন জানান, এই রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে মুরারই হাসপাতালের রোগী নিয়ে যানবাহন ও অ্যাম্বুলেন্স চলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। মুরারই হাসপাতাল থেকে বেগুন মোড় এতটাই খারাপ যে বৃষ্টি হলেই সেখানে টোটো ও বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে ওই খানাখন্দে পড়ে। বুধবার ও বৃহস্পতিবারের বৃষ্টিতে খানা ডোবায় জল জমে পুকুরে পরিণত হয়েছে। এলাকার যুবকরা সেখানে ছিপ ফেলে প্রতিবাদ করে। তারা জানান, এটাতো রাস্তা নয় পুকুর তাই ছিপ ফেলে মাছ ধরছি। আর কবে হবে এই রাস্তাটি সংস্কার করা? আমরা গ্রাম এলাকায় থাকি বলে কি আমরা মানুষ নয়? দেখার কেউ নেই । এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও প্রশাসনে অভিযোগ জানালেও কোনও লাভ হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ ছিল কেন কনকপুর পর্যন্ত পুরো রাস্তাটি মেরামত করা হয়নি? যদি খাল পূরণ করা হয়েছে তাহলে এই ক'মাসের মধ্যে রাস্তাটি কীভাবে ডোবায় পুকুরে পরিণত হয়েছে? এর জবাব দিতে পারবেন রাজ্য সড়ক দপ্তরের রামপুরহাট সাবডিভিশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র? মুরারই এলাকা সহ ঝাড়খন্ডের কয়েক শত গ্রামের মানুষের হাসপাতাল,স্কুল, কলেজ, হাটবাজার, মুরারই স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা। এই রাস্তার সঙ্গে যুক্ত আছে পানিয়াড়া ব্রীজ থেকে পানিয়াড়া, বাহাদুরপুর, ধঞ্জয়পুর, ভূষণা হয়ে কনকপুর, ডাঙ্গাপাড়া ও বাজিতপুর মোড় থেকে বালিয়াড়া, মলয়পুর গ্রামের রাস্তা। ইদানিং দেখা যাচ্ছে মুরারই বেগুন মোড় থেকে কনকপুর পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করার জন্য জায়গায় জায়গায় পাথর কুচি ও পাথরের ডাষ্ট ফেলা হয়েছে।বৃহস্পতিবার বেগুন মোড়ে ঠিকাদার কাজ করতে গেলে কাজের সিডিউল দেখতে চাই মুরারই ডাহাতলা ক্লাবের যুবকরা। তাদের অভিযোগ ঠিকাদার সিডিউল মতো কাজ করছে না ফলে এই নিয়ে ঠিকাদারের সঙ্গে ঝামেলা হয় তাদের। ক্লাবের যুবকরা অভিযোগ করে বলেন, যদি সিডিউল মতো কাজ না হয় তাহলে কাজ বন্ধ থাকবে। এলাকার গ্রামবাসীদের দাবি রিপিয়ারিং নয়। কনকপুর পর্যন্ত পুরো ৭ কিমি রাস্তাটি নতুন করে তৈরি করতে হবে রাজ্য সড়ক দপ্তরকে। এইবিষয়ে রাজ্য সড়ক দপ্তর রামপুরহাট সাবডিভিশন ইঞ্জিনিয়রের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা যায় নি।

রুট থাকা সত্ত্বেও ঢোকে না বাস, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি থেকে আসানসোল এবং বর্ধমান যাওয়া ও সিউড়ি ফেরার সময় অধিকাংশ বেসরকারি বাস চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছে দুবরাজপুর ব্লকের চিনপাই সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দারা। বহরমপুর– আসানসোল দুর্গাদেবী, নলহাটি– আসানসোল চাঁদনি, সাইথিয়া– আসানসোল পূজা, বহরমপুর– আসানসোল নিত্যানন্দ, বর্ধমান– সিউড়ি কৃষ্ণগোপাল,কেঞ্জেকুড়া– সিউড়ি আয়েশা, চিত্তরঞ্জন– সিউড়ি নারায়নী,সাইথিয়া– আসানসোল শতাব্দী, রামপুরহাট– আসানসোল শতাব্দী, রানীগঞ্জ– সাইথিয়া মা মহামায়া, চিত্তরঞ্জন– সিউড়ি বর্তমান বাস সহ একাধিক বাস আসানসোল যাওয়া এবং সিউড়ি ফেরার সময় চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যায়। বরাকর– সাইথিয়া সারথী, আসানসোল– রামপুরহাট নিত্যানন্দ,চিত্তরঞ্জন– সিউড়ি বাবুজী,সাইথিয়া– আসানসোল ড্রিম গার্ল, সিউড়ি– আসানসোল রয়্যাল বুলেট–১,জঙ্গীপুর – আসানসোল বাবুজী বাস আসানসোল যাওয়ার সময় চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যায় । কিনাহার– আসানসোল প্রীতি, রামনগর– আসানসোল রয়্যাল বুলেট–২ বাস সিউড়ি ফেরার সময় চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে চলে যায় । ফলে চরম দুর্ভোগে পড়ে যাত্রীরা। একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,তিনটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র,গ্রামীণ ব্যাংক,গ্রামপঞ্চায়েত অফিস, গ্রামীণ পাঠাগার, হেলথ সেন্টার চিনপাই গ্রামে অবস্থিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, গ্রামপঞ্চায়েত কর্মী, ব্যাংক কর্মী, আশাকর্মীরা কর্মসূত্রে বাঁধেরশোল, বোলপুর, সিউড়ি, কচুজোড়, হেতমপুর, পাঁচড়া, দুবরাজপুর, পানাগড় সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে চিনপাই গ্রামে আসেন। প্রতিদিন কর্মসূত্রে বিভিন্ন পেশার মানুষজনকে চিনপাই গ্রামে আসতে হয়। সগড়, বাঁধেরশোল, কচুজোড়, জাম্বুনি থেকে পড়ুয়ারা বাসে করে চিনপাই গ্রামের উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে আসে। চিনপাই গ্রামে বাস না ঢোকায় তাদের হাইরোড থেকে হেঁটে আসতে হয়। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সিউড়ি থেকে আসানসোল ও বর্ধমান যাওয়া এবং ফেরার বেসরকারি বাসের রুট চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বাসের চালক,খালাসীরা বাসগুলোকে চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাইরোড দিয়ে নিয়ে চলে যায়। বারবার বলা হলেও তারা ভ্রূক্ষেপ করে না। ফলে আমরা চরম ভোগান্তির মধ্যে পড়ি অথচ বাসগুলো চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলে প্রত্যেক বাসই ভালোই যাত্রী পায়। ২০২০ সালে করোনা পরবতী সময়ে বাস চালু হওয়ার পর এইরকম করেছিল কিন্তু তখন আরটিও অফিসে লিখিত জানানোয় সমস্যার সমাধান হয়েছিল। দুবরাজপুর, পাণ্ডবেশ্বরে মালপত্র তোলা নামানোর সময় ইচ্ছে করে দেরি করে তখন কিছু হয় না কিন্তু চিনপাই গ্রামের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় বাসকমীদের যতো দেরি হয়ে যায়। এবিষয়ে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দেন গ্রামবাসীরা।

১৩ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৯৮১ সালে বীরভূম জেলার মাড়গ্রামের একই পরিবারের নয় যুবক গিয়েছিল ময়ূরেশ্বর থানার কোটাগ্রামে (বর্তমানে মল্লারপুর থানা) দিদির বাড়িতে। তাঁদের মধ্যে ৬ জন সহোদর এবং তিনজন তুতোভাই। সেখানে সুফি গানকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত। গ্রামের লোকেরা ওই নয় যুবককে বেধড়ক মারধর করে। বাঁচতে তারা একটি বাড়িতে আত্মগোপন করেছিল। সেখানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। অগ্নিকাণ্ডের জেরে দমবন্ধ অবস্থায় ঘর থেকে বেরতেই তাদের কুপিয়ে খুন করা হয়। মৃতদের পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ৭২ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয় তারমধ্যে ইতিমধ্যে ৩৬ জনের মৃত্যু হয়েছে শেষে ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২৩ সেপ্টেম্বর সোমবার সেই মামলায় ১৩ জন অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন কারাবাসের নির্দেশ দিল সিউড়ি আদালত। সরকারি আইনজীবী বলেন, ''অভিযুক্তদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশই মারা গিয়েছেন। তাঁদের মৃত্যুর রিপোর্ট আদালতে জমা পড়তে পড়তে পরের তারিখে হয়তো আবারও কোনও অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছে। এই কারণেই মামলা শেষ হতে এত দেরি হল।" ১৩ জনের মধ্যে দুজন নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করে হাইকোর্টে যাবেন বলে জানান।

ইউটিউবে বিতর্কিত ভিডিও করে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনারপুর: এবার ইউটিউবে 'বিতর্কিত' ভিডিও, হানা দিয়ে ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত পুলিশের। পুলিশ সূত্রে খবর, পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানায় শুদ্ধশীলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ দায়ের হয়। ইউটিউবে সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে বিতর্কিত ভিডিয়ো করার অভিযোগে এক ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালাল পুলিশ। রবিবার রাতে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বাসিন্দা শুদ্ধশীল ঘোষ নামে ওই ইউটিউবারের বাড়িতে যায় পুলিশের একটি দল।পুলিশ সূত্রের খবর, প্রথমে ফ্ল্যাটের দরজা খোলা হয়নি।পুলিশ দরজা ভাঙতে উদ্যত হলে তা খুলে দেওয়া হয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা টানা তল্লাশি চলে সেখানে। পরে শুদ্ধশীল জানান, তাঁর একাধিক ল্যাপটপ, মোবাইল, ভিডিয়ো তৈরির মাইক–সহ সমস্ত বৈদ্যুতিন যন্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, কালনা থানায় শুদ্ধশীলের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ দায়ের হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আদালত থেকে সার্চ ওয়ারেন্ট নিয়ে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় আসে কালনা থানার পুলিশ। ওই ইউটিউবার জানান, সম্প্রতি আরজি কর কাণ্ড–সহ একাধিক ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টের তরফে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা করা হয়েছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

অবহেলিত নুঙ্গী স্টেশন রোড

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

বাটা মহেশতলার অন্তর্গত নুঙ্গী স্টেশন রোড ও কসীম উদ্দিন রোড দীর্ঘকাল ধরে অবহেলিত রয়েছে। সংবাদে প্রকাশ, নুঙ্গী মোড় থেকে বাটা গেট পর্যন্ত দেড়মাইল দীর্ঘ গুরুত্বপূর্ণ সড়কটি খানবাহন ও জন– সাধারণের চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পথটি ভেঙ্গেচুরে গেছে। মাঝে মাঝে খানা খন্দে ভরা বর্ষায় জলকাদায় একাকার। পথের দুধারে সারি সারি দোকান এবং বাজার রয়েছে। দৈনিক প্রায় ১০ হাজার লোক এই পথে যাতায়াত করে। স্থানীয় বি,ডি, ও জনসাধারণের দৈণ– ন্দিন দুর্ভোগ দেখা সত্ত্বেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। অভিযোগে প্রকাশ, স্থানীয় এম. এল. এও সড়কটি সংস্কারের জন্য কোন চাপ সৃষ্টি করছেন না। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির অন্তিম দশা কৰে কাটবে? এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

৮ম বর্ষ, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪, শনিবার, ৩৬শ সংখ্যা

দুর্ঘটনা

ট্রেনের ধাক্কায় মহিলার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ২৩ সেপ্টেম্বর শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের পিয়ালি স্টেশন সংলগ্ন আপ লাইনে ট্রেনের ধাক্কায় এক মহিলার মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। মৃতের নাম কণক রাণী হালদার (৫১)। মৃতের বাড়ি স্থানীয় পিয়ালির কলারিয়া এলাকায়। রেল পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় ও রেলপুলিশ সুত্রে খবর 'এদিন সকালে ওই মহিলা ফোনে কথা বলতে বলতে আপ লাইন দিয়ে হেঁটে পিয়ালি ষ্টেশনে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।'

ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে বিক্ষোভ মৎস্যজীবীদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : প্রতিনিয়ত মৎস্যজীবীদের উপর চলছে বনদপ্তরের অমানুষিক ব্যবহার। বিভিন্ন সময় তুলে নেওয়া হচ্ছে সরকারি অনুমতি পত্র(বিএলসি)। শুধু তাই নয় অধিকাংশ সময় নৌকাকেও আটকে রাখা হচ্ছে বিভিন্ন বনদপ্তরের ক্যাম্পগুলিতে। এছাড়াও জাল, মাছ, কাঁকড়া তুলে নেওয়া হচ্ছে। বারবার বনদপ্তরের কর্মীদেরকে জানিয়ে কোন কাজ হচ্ছে না। তাই ক্যানিংয়ের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখালেন সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপের মৎস্যজীবীরা। প্রায় শতাধিক মৎস্যজীবী বৃহস্পতিবার উপস্থিত হন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অফিসে। মৎস্যজীবীদের আসার খবর পেয়ে প্রকল্পের তরফ থেকে অফিসের ঢোকার দোতলার গেটের মুখে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয় ও মূল গেটে বিক্ষোভ অবস্থান করে। ঘটনার খবর পেয়ে হাজীর হয় ক্যানিং থানার পুলিশ। এরপর অফিসের মধ্যে থাকা কর্মীদের খাবার নিয়ে যেতে চাইলে মৎস্যজীবিরা বাধা দেয়। তাদের দাবি আমরা না খেয়ে রয়েছি, আর অফিসাররা খেয়ে শান্তি করবে সেটা হতে দেব না। এই নিয়ে শুরু হয় বচসা ও স্লোগান। পরিস্থিতি যাতে খারাপ না হয় সেদিকে বিবেচনা করে ক্যানিং থানার পুলিশ কর্মীরা ব্যাঘ্র প্রকল্প অফিসের পিছন থেকে দড়ি দিয়ে দোতলায় খাবার পৌঁছে দেয়।

মৎস্যজীবীদের তরফে হরিদাস হালদার, শাজাহান মোল্লারা বলেন, বিনা কারণে বিভিন্ন সময় বিএলসি তুলে নিচ্ছে ব্যাঘ্র প্রকল্পের কর্মীরা। সমস্ত বিএলসি কর্মীদেরকে নৌকায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু অনেক বিএলসির মালিক আছেন যাদেরকে বাঘে নিয়ে চলে গেছে। দরিদ্র মৎস্যজীবি পরিবারের মহিলারা সেই বিএলসি টুকু ভাড়া দিয়েই তাদের সংসার নির্বাহ করে। তাদেরও বিএলসি তুলে নেওয়া হচ্ছে। ফলে সমস্যা পড়ছেন মৎস্যজীবীর পরিবারেরা। অন্যদিকে ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে জানানো হয়েছে, বহু বিএলসি হোল্ডার আছেন যারা তিনটি চারটি করে বিএলসি নিজেদের দখলে রেখে সেগুলোই ভাড়া দিচ্ছে। প্রকৃত দরিদ্র মানুষরাই বিএলসি নিয়ে জঙ্গলের নদীখাড়িতে মৎস্য সংগ্রহ করুন। তাহলে আর কোন সমস্যা থাকবে না।'

পুজোর আর হাতে গোনা কয়েকদিন চরম ব্যস্ততায় জয়নগরের ঢাকিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দুর্গাপুজো মানে ঢাকের তাল আর ধুনুচি নাচ। পুজোর আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিনই বাকি, তাই নিজেদের বাদ্যযন্ত্র ঝালিয়ে নিচ্ছে বাদ্যকাররা। ঢাকি পাড়াগুলিতে এখন চরম ব্যস্ততার ছবি উঠে আসছে। অপেক্ষার অবসান প্রায় শেষ হতে চলেছে দীর্ঘ এক বছরের। সারা বছর বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও পুজোর পাঁচটা দিন ডাক পড়ে তাদের। পরিবার স্বজনকে ছেড়ে লক্ষ্মী লাভের আশায় রাজ্য এবং শহরতরিতে পাড়ি দেয় ঢাকিরা। সারা রাজ্যের ঢাকিরাই চাইছেন, উৎসবের আনন্দমুখর অঙ্গনে সাড়া ফেলতে। কারণ ঢাকের বোল ফুটলে তবেই তাঁদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভরে। সারাবছরের অর্থের খরা দূর হয়ে রোজগারে জোয়ার আসে। এবার পুজো নিয়ে নানা মহলে প্রচার চলছে। কেউ কেউ পুজোর আড়ম্বর কমিয়ে দিতে চান, আরজিকর কাণ্ডের জেরে।তবে ঢাকিরা এবিষয়ে বলেন, পুজো প্রাঙ্গণে ঢাকের বোল জোরালো হোক। যাতে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়গানের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে। জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাসাতের রুইদাস পাড়াতে এখন যেন বাদ্যকারদের নাওয়া খাওয়া সময় নেই। ইতিমধ্যে ই শহরতলীর বিভিন্ন দুর্গোৎসব কমিটির সদস্যরা এসে তাদেরকে বায়না দিয়ে গিয়েছে। পরিবার ছেড়ে পুজোর পাঁচটা দিন দূরে থাকলেও পাঁচ দিন পর ফিরে এসে পরিবারের সঙ্গে আনন্দ খুশিতে মেতে ওঠে তারা। এই পাড়াতে প্রায় অনেকগুলি বাদ্যকার পরিবার রয়েছে। এখান থেকে বহু ঢাকিরা ভিন রাজ্যেও পাড়ি দেয়। এই ছবিটা শুধু দক্ষিণ বারাসাত নয় জেলার মথুরাপুর, রায়দীঘি, জয়নগর, বহড়ু, নিমপীঠ, কুলতলি, মন্দিরবাজার, কুলপি সহ সর্বত্র। ঢাকিদের কথায়, দূর্গাপুজো সম্পূর্ণ হয় না ঢাকের বাদ্যি ছাড়া, তাই ঘরবাড়ি পরিবার ছেড়েও এই পুজোর কটা দিন আপামোর বাঙালির দূর্গাপুজোর দ্বায়বদ্ধতা তাদের কাঁধে ঝোলে। মায়ের আর্শীবাদেই তাদের অল্প কিছু উর্পাজন হয় ঠিকই কিন্তু প্রথমেই হল দ্বায়বদ্ধতা। শাস্ত্রীয় পুজোয় ঢাকের বাদ্যি এক উপচারের অঙ্গ। তাই পুজো সম্পূর্ণ করতে তাদের সারা বাংলায় বিচরণ করতেই হবে। মায়ের আর্শীবাদেই এবং মায়ের দেখানো পথেই অশুভ শক্তির বিনাশ হবে, সেই অঙ্গীকারে আরজি কর কাণ্ডের মাঝেই উৎসবে ফিরছে ঢাকের কলতানে।

দুর্যোগে মাথায় হাত গ্রামবাংলার প্রতিমা শিল্পীদের

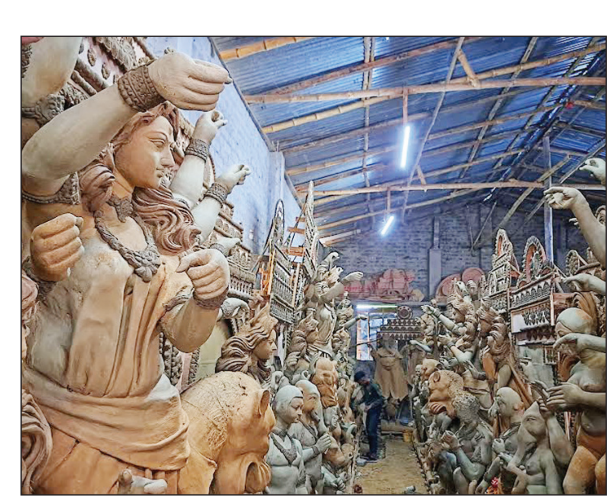

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: দোরগোড়ায় দুর্গাপুজো কড়া নাড়ছে। মাঠেঘাটে কাশফুলের দোলা। পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপের জন্য ম্যারাপ বাঁধার কাজ চলছে। দোকানে বিকিকিনির ভিড়। সেইসঙ্গে বাড়িঘর সাজিয়ে তোলার তোড়জোড়। চারিদিকে কার্যত পুজো পুজো গন্ধ। কিন্তু সেই শারদোৎসবই এবার মৃৎশিল্পীদের বুঁকে কাঁপন ধরিয়ে দিচ্ছে। পরপর দুর্যোগের কারণে এই মুহূর্তে গ্রামবাংলার প্রতিমা শিল্পীদের মাথায় হাত। তাঁরা এবারে বিপুল পরিমাণ লোকসানের ধাক্কা সামলাবেন কীভাবে সেই নিয়ে ঘোরতর দুঃশ্চিন্তায় ডুবে আছেন। মাসখানেক ধরে দফায় দফায় বৃষ্টিপাত এবং বিভিন্ন ব্যারাজের ছাড়া জলে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আটটি জেলার বিস্তীর্ণ অংশও বন্যার কবলে পড়ে। সেসব জায়গার অনেকাংশই এখনও পর্যন্ত জলমগ্ন বলে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার বেলা পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের আকাশের মুখভার ছিল। কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিরও খবর মিলেছে। এমন খামখেয়ালি আবহাওয়ার কারণে দুর্গাপুজোর আগেভাগেই উৎসবমুখর বঙ্গদেশ ফের বৃষ্টিস্নাত হতে পারে বলে অনেকেরই মনে আশঙ্কার পারদ চড়ছে আবহাওয়া দপ্তরের বাণীতে। একইরকম আশঙ্কার মধ্যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কাজ সম্পন্ন করতে কালঘাম ঝরাতে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। একেই তো টানা চড়া রোদের অভাব। তার ওপর বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়ার কারণে শিল্পীরা প্রতিমাসহ আনুষাঙ্গিক উপকরণগুলি বাইরে বের করে শুকোতে পারছেন না। ছাউনির নীচেই প্রতিমা শুকনোর জন্য কেরোসিন বার্নার কিংবা কাঠকয়লার আঁচ লাগাতার ব্যবহার করছেন মৃৎশিল্পীরা। এজন্য কর্মীসংখ্যা যেমন বাড়াতে হয়েছে পাশাপাশি খরচও বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। এই আর্থিক ধাক্কা সামলাতে রীতিমতো নাজেহাল অবস্থা শিল্পীদের। কমবেশি সর্বত্রই একইরকম পরিস্থিতির শিকার প্রতিমা শিল্পীরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার থানার অন্তর্ভুক্ত সাহেবনগর পঞ্চায়েতের কাশীপুর গ্রামে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্গাপ্রতিমা তৈরির কাজ করছেন সুরেশচন্দ্র পাল। তিনি বলেন, এবার মোট ৩০টি দুর্গাপ্রতিমা গড়ার বরাত পেয়েছি। একদম কমদামের প্রতিমা ৭০০০ টাকা আর সবচেয়ে বেশিদামের প্রতিমা ৩৫০০০ টাকা। কিন্তু এবার আবহাওয়ার যা পরিস্থিতি তাতে বেশি বেশি লেবার নিয়ে বার্নার, কাঠকয়লার আঁচে প্রতিমা শুকিয়ে চতুর্থীর মধ্যে ঠাকুর ডেলিভারি দিতে পারব কিনা সংশয়ে আছি। এবার ঠাকুর তৈরিতে লাভ করা তো দূরের কথা আসল টাকাটাই তো উঠবে না। মৃৎশিল্পীরা সারাবছর এই দুর্গোৎসবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকেন। কিন্তু, সেই উৎসবই এবার শিল্পীদের মোটারকম আর্থিক ক্ষতির মুখে দাঁড় করিয়ে দেওয়ায় একরাশ হতাশা গ্রাস করেছে গ্রামবাংলার কুমোরটুলিগুলিতে।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৮ বর্ষ, ৪৮ সংখ্যা, ২৮ সেপ্টেম্বর – ৪ অক্টোবর, ২০২৪

থ্রেট কালচার

সারা ভারতেই নানা ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনের সংবাদ এলেও তুলনায় সংবাদ মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে এমন খবর বেড়ে গেছে। আরজি করের নির্যাতিতাকে নিয়ে যে অভূতপূর্ব আন্দোলন হয়েছে জনমাধ্যমে জনমানসে এখনও তার মশাল নিভে যায়নি। তবু এই বাংলাতেই প্রতিদিন নাবালিকা থেকে বয়স্ক নারী নির্যাতনের সংবাদ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ভোটের আগে সন্দেশখালি নিয়ে এমন অভিযোগের চাপানউতোর দেখা গেছে। সেই ধারাবাহিকতা মেনেই যেন একের পর এক নারী নির্যাতনের খবর জনমানসকে বিচলিত করে চলেছে। সান্ধ্যকালীন টিভি চ্যানেলের প্যানেলে রাজনৈতিক কচকচিতে হারিয়ে যাচ্ছে নিত্য নতুন নারী নির্যাতনের মতো সংবাদগুলি। নানা ভয়ে চুপ থাকছেন বহু মানুষ।

ব্যাঙ্গালোর, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ, মনিপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেও কোথাও কোথাও ঘটছে নারী নির্যাতনের হাড় হিম করা ঘটনা। কোথাওবা এনকাউন্টারের খবরও পাওয়া যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নারী নির্যাতনকারিদের চূড়ার শাস্তির সংবাদ প্রায় নেই। হিমশৈলের চূড়ান্ত মতই এখন জানা যাচ্ছে, 'থ্রেট কালচার' তটস্থ করে রেখেছে বহু ক্ষেত্রকে। কল্যাণী থেকে টালিগঞ্জের সিনে পাড়া সর্বত্রই এমন ভয় দেখানোর সংস্কৃতি চলছে।

দেশে পকসো আইন আছে। নাবালক–নাবালিকার পরিবার সামাজিক কারণে, পেশীশক্তির ভয়ে প্রকাশ্যে সবকথা বলতে পারেন না। এমনটা নয়, থ্রেট কালচার এদেশে প্রথম কিংবা পশ্চিম বাংলার তৃণমূল আমলেই আর্বিভূত হয়েছে। এই আমলে 'থ্রেট কালচার' তুলনামূলক ভাবে বেশি প্রকাশ্যে এসেছে। বহু ভুক্তভোগী মানুষ আছেন যারা নির্মমভাবে 'থ্রেট কালচারে'র শিকার হয়েছেন। বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণার ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক ভয় দেখানো, চোখরাঙানি কিংবা হিংসা নির্বাচনের সময় প্রকট হয়ে ওঠে। সমস্ত খবর সংবাদ মাধ্যমে ঠাঁই পায় না।

বাংলা ভাষায় থ্রেট কালচার শব্দবন্ধটি এসেছে আরজি করে হাড় হিম করা নির্যাতন ও হত্যার সূত্র ধরে। স্বর্তঃস্ফূর্ত জন আন্দোলন, দলীয় পতাকা মুক্ত জন জাগরণ এরাজ্যে সাম্প্রতিক অতীতেও দেখতে পাওয়া যায়নি। ভয় দেখানোর সংস্কৃতি মুক্ত রাজনীতি, যে কোন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে যাতে নজরদারি চালায় সে ব্যাপার সব পক্ষের সচেতনতা প্রয়োজন।

আইন আছে কঠোর কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে 'প্রভাবশালী' সংযোগ অন্যায়কে বর্মের মত রক্ষা করে কখনও প্রকাশ্যে কখনও বা নেপথ্যে। বাংলার সংস্কৃতি অনেক গৌরবময়, ঐতিহ্যময়। সেখানে ভয় দেখানোর সংস্কৃতি বা থ্রেট কালচার চিরতরে নির্বাসিত হোক। ফিরে আসুক প্রকৃত বঙ্গসংস্কৃতি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'উৎপত্তি প্রকরণ'

পরমার্থে জ্ঞানে তিনি সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, এবং ব্যবহারিক জ্ঞানে তিনিই আবার কর্তা ও ভোক্তা রূপে কথিত হন। সুতরাং তিনি দ্রষ্টা হয়ে নিজেকেই দৃশ্য হিসাবে দেখেন, অথচ কখনও খণ্ডিত হন না। আত্মচৈতন্যই প্রকৃত নয়ন, ভৌতিক চক্ষুঃ দর্শনের স্থূল দ্বার মাত্র। চৈতন্যের দর্শনকামনায় বহুসত্তা দৃশ্য রূপে উদ্ভব হয়, কারণ দ্বিতীয় না থাকলে কে দেখবে এবং কিই বা দেখবে! তাই দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন এই বিভিন্ন সত্তার উদ্ভব, কিন্তু বিচার করে দেখলে বোধগম্য হবে যে, যিনি দ্রষ্টা, তিনিই দৃশ্য। সোনা দিয়ে কণ্ঠহার, বাহুবলয়, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি অলঙ্কার নির্মিত হয়, কিন্তু অলঙ্কার দিয়ে স্বর্ণ নির্মিত হয় না; স্বর্ণের শক্তিতে অলঙ্কার তৈরী হয়। তেমনই চিৎ শক্তিতে দৃশ্য–দ্রষ্টা সৃষ্ট হয়, সৃষ্ট দৃশ্য পদার্থ দ্বারা চিৎ জন্মায় না। কখনও আত্মা, চিৎ সৃষ্ট হয় না, কারণ চিৎস্বরূপ আত্মা অজ ও অমৃত। জড় কখনও উৎপাদন–সক্ষম হতে পারে না। তাই জড় দৃশ্য কখনও দ্রষ্টা সৃষ্টি করতে পারে না। দৃশ্যে মনোনিবেশ করলে দ্রষ্টা অবগুণ্ঠিত থাকে। কিন্তু সোনার এই অলঙ্কার এই বোধ ধারণ করলে স্বর্ণ ও অলঙ্কার দুইই দেখা হয়, তেমনই চিৎশক্তি এই দৃশ্য রচনা করেছেন এমন বোধে দৃশ্য–দ্রষ্টা দুইই বোধগম্য হবে এবং দুইয়ের অভিন্নতাও বোধগম্য হয়। এই কথার আরও তাৎপর্য্য এই যে, দৃশ্য বিগলিত হলে একমাত্র দ্রষ্টাই প্রকাশিত থাকে। এবং সেই দ্রষ্টা আর কেউ নয়, তিনি স্বয়ং আত্মা। কারণ দৃশ্য না থাকলে দ্রষ্টাও থাকে না, তখন বাক্য–বাচ্যের অগোচর আত্মা স্বস্থ থাকেন। প্রদীপ যেমন নিজেকে ও অন্য দৃশ্যকে দৃশ্যমান করে, তেমনই পরমাত্মা নিজেকে এবং স্বকীয় দৃশ্যভাব ও দ্রষ্টাসত্তা প্রকাশ করেন। তাই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে প্রমাণ–প্রমেয়–প্রমাতা, দৃশ্য–দ্রষ্টা–দর্শন, জ্ঞেয়–জ্ঞাতা–জ্ঞান এই পৃথক্‌ এবং বিবিধ অসৎ ও আরোপিত সত্তার বোধ দূরিত হয়। ভৌতিক বস্তু, যেমন মাটি–জল–বায়ু প্রভৃতি মহাভূত হতে পৃথক নয়, চিদণু হতেও তেমনই কোনও পদার্থ ভিন্ন নয়। আত্মার একরূপতা ও সর্বত্র বিরাজমানতার দরুণ তাঁকে অদ্বৈত বলা হয়। কিন্তু তাঁরই বিলাস–সঙ্কল্পে সব কিছু ভিন্ন দেখা যায়। পরমাত্মা অবিচ্ছিন্ন, কেবল এবং সকলের আত্মা রূপে সাক্ষাৎ অনুভবস্বরূপ। তিনি সর্বভূতের চেতনা, ইন্দ্রিয়াতীত, তিনিই আবার ইন্দ্রিয়–গোচর, তাই তাঁকে সৎ ও অসৎ উভয় নামে নামিত করা হয়। চেতনভাবে তিনি সৎ এবং আকৃতিধর হয়ে তিনি অসৎ, চিৎ রূপে তিনি সকল সৎ ও অসতের প্রকাশক, তিনি বহুরূপ, আবার পূর্ণজ্ঞানে একরূপ। দুই থাকলে একও থাকে, রৌদ্র থাকলে ছায়া থাকে, ফলে দুইয়ের অবসানে একও থাকে না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

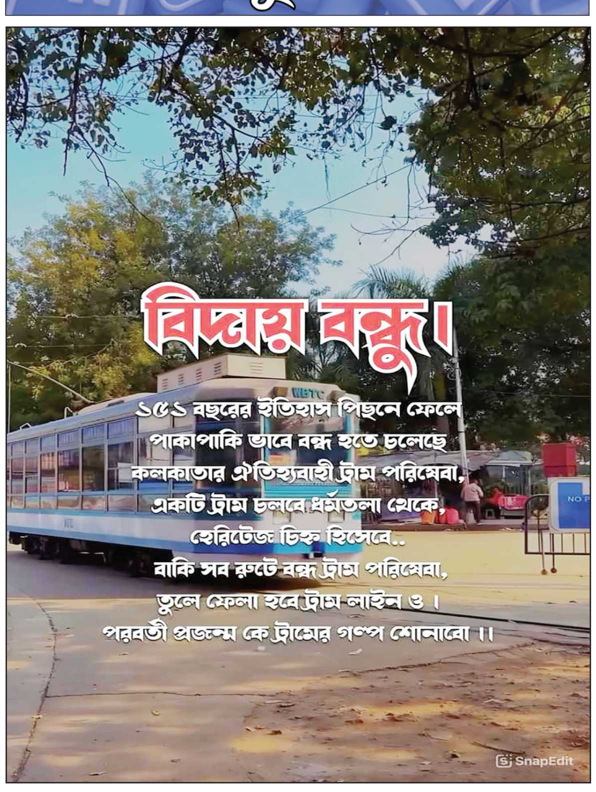

পশ্চিমবঙ্গে চলমান গণআন্দোলনের উৎস সন্ধানে

কেশব চন্দ্র মণ্ডল

মনে রাখবেন 'আমি আন্দোলন থেকে উঠে এসেছি। আন্দোলনে আমার জন্ম, আর আন্দোলনেই আমার মৃত্যু। আমাকে আন্দোলন করে ভয় দেখাবে না। আমাকে ধমকালে আমি চমকাই। আমাকে চমকালে আমি গর্জাই। আর আমাকে গর্জালে আমি বর্ষাই।' এই সমস্ত কথাগুলোর সাথে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সচেতন সকল নাগরিকগণ অত্যন্ত সুপরিচিত। সেই ১৯৭৫ সালে মাত্র ২০ বছর বয়সে তৎকালীন ভারতবর্ষের একজন গুরুত্বপূর্ণ সমাজবাদী নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ (সংক্ষেপে জেপি) যখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে জরুরি অবস্থা ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন সংঘটিত করার জন্য কলকাতায় এসেছিলেন, তখন মমতা ব্যানার্জী (তৎকালীন ছাত্রনেত্রী) জাতীয় কংগ্রেস দলের কিছু গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে জেপির কনভয়ের পথ আটকায়।

শুধু তাই নয়, মমতা ব্যানার্জী নিজে জেপির গাড়ির বনেটের উপর উঠে নাচতে থাকেন। আর সেই যে নজর পড়ে মিডিয়ার মমতার উপর, সেই নজর এখনও অমলিন। মাঝে অতিবাহিত হয়েছে ৪৯ টা বছর। এই সময়ে গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জী আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। ওনার যে জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল জেপির কনভয় আটকে ও তাতে তাণ্ডব চালিয়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। বাংলার জনসাধারণের চোখের সামনে আজও জ্বলজ্বল করে সেদিনের সেই ধ্বংসলীলা, যেখানে মমতা ব্যানার্জীর নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের বেশ কিছু বিধায়ক(যাদের কেউ কেউ শিবির বদলে আজ বিজেপির পতাকাতলে আশ্রিত) ঐতিহ্যমণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মহামূল্যবান বার্মিজ শাল কাঠের তৈরি টেবিল ভেঙে গুড়িয়ে দেয়, টেবিলের পায়া নিয়ে এক এক করে দামি আসবাবপত্র ভাঙতে থাকে, চামড়ার সোফা ছিঁড়ে দেয় এবং সুন্দর চিত্রিত বেঞ্চ ও বিধানসভার কাঠের মেঝেতে তাণ্ডব চালায়। যার পরিনতি স্বরূপ সরকারী তহবিল থেকে অনুমানিক ১৫ লক্ষ টাকা খরচ করে তা সারানো হয়েছিল। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের জন্মদাত্রীর এ হল সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

একদিন যেখানে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, শরৎ বোস, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, এস সুরাবর্দি, ফজলুল হক, ড. নীলরতন সরকারের মত বাংলার রাজনীতির দিকপালরা বসতেন সেই হেরিটেজ বিল্ডিংয়ের আসবাবপত্র ভেঙে দিয়ে এক বিরাট নজির তৈরি করেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস দলটি। এই রকম জঘন্য ও নজিরবিহীন ঘৃণ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা বাংলার মানুষ আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। এর কিছুদিন পরেই তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সিঙ্গুরে তিন ফসলী জমি কৃষকদের থেকে জোর করে অধিগ্রহণ করে তা টাটা কোম্পানীকে ন্যানো গাড়ী তৈরির কারখানা করার জন্য দিয়ে দেবার প্রতিবাদে মমতা ব্যানার্জী ধর্মতলায় ধর্নায় বসেন। সেটা ছিল ৪ ডিসেম্বর, ২০০৬ সাল। স্বাধীন ভারতে দীর্ঘ ২৬ দিন ধরে অনশন আন্দোলনের নজির অত্যন্ত বিরল। এ ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জীর নাম মহাত্মা গান্ধীর পরেই লেখা থাকবে ইতিহাসের পাতায়।

তিন দশক ধরে তদানীন্তন বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসন, দুনীতি ও অনুন্নয়ন এবং সর্বোপরি আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির ফলস্বরূপ বাংলার তৎকালীন নাগরিক সমাজ ও বামপন্থী বুদ্ধিজীবিদের একাংশ ও হতাশাগ্রস্ত পাত্তা না পাওয়া বামফ্রন্ট আমলের কিছু লেখক, শিল্পী, চিত্রকর, ও অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে এবং মিডিয়ার একাংশের সহযোগিতায় মমতা ব্যানার্জী ২০১১ সালে ব্যাপক জনসমর্থন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন হন। শাসিত হওয়া ও শাসক হওয়া এক জিনিস নয়। আন্দোলন করা, ভাঙচুর করা, আর ধর্না দেওয়া ও নিজে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তা সহ্য করা ভিন্ন স্বাদের হয়। মুখে যতই বলা হল না কেন 'বদলা নয়, বদল চাই'। আর শিক্ষাক্ষেত্রে 'অনিলায়ন' ছেঁটে ফেলে বাংলায় আনা হবে এক নতুন ভোর। হ্যাঁ বাংলার বুকে 'চলছে না, চলবে না', 'ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও', 'মানছি না, মানব না' আর চাক্কা জ্যাম ও লাগাতার কর্মনাশা ধর্মঘট জামানার অবসান হল বটে, কিন্তু শুরু হল দুর্নীতি ও অপশাসনের এক নতুন অধ্যায়। এই নতুন অধ্যায়ে প্রকাশ্যেই চলছে দুর্নীতি, স্বজন–পোষণ, তোলাবাজি, মাফিয়া রাজ ও কয়লা পাচার, বালি পাচার, গরু পাচারের মত নতুন নতুন দুর্নীতি। একে একে প্রকাশ্যে আসে অযোগ্যদের থেকে অর্থ ঘুষ নিয়ে শিক্ষক পদে নিয়োগ, শিক্ষকদের স্থানান্তরকরণ এমনকি পদোন্নতির মত ঘটনা। শীঘ্রই বিদ্যালয়গুলিতে ভরে গেল ফেক টিচার, ফেক করনিক ও ফেক গ্রুপ–ডি কর্মীতে। ফেক শিক্ষকদের অনেকেই বিদ্যালয়ে এসে ছোট ছোট শিশুদের আগডুম–বাগডুম পড়িয়ে, ভুলভাল অঙ্ক কষে ও ভুল ইংরাজী শিখিয়ে শিক্ষায় সর্বনাশ ডেকে আনল। বামফ্রন্ট ৩৪ বছরে শিক্ষাব্যবস্থার কোমর ও মেরুদণ্ড ভেঙেছিল। তৃণমূল কংগ্রেস গত ১৩ বছরে শিক্ষা ব্যবস্থার মাথাটাই ভেঙে গুড়িয়ে দিল। বর্তমানে যা আছে তা হল শিক্ষাব্যবস্থার আস্থি–চর্মবিহীন কঙ্কাল মাত্র।

শিল্পে এ রাজ্যে বড় খরা চলছে দীর্ঘ ১৩ বছর ধরেই। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিক্ষিত বেকারদের চপ ভাজার নিদান দিয়ে তাদের অভিবাবকদের চোখে যার পর নাই হেয় হয়েছেন। খাদ্য দপ্তরের মন্ত্রী আজ জেলে, শিক্ষামন্ত্রী বান্ধবী সহ জেলে। আর স্বাস্থ্যদপ্তরের যে কেচ্ছা আরজি কর মেডিকেল কলেজের পোস্ট গ্রাজুয়েট দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রীর নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় প্রকাশ্যে এসেছে তা বাংলার আপামর জনসাধারণকে নাড়িয়ে দিয়েছে।

এদিকে মমতা ব্যানার্জী, তার তৃণমূল কংগ্রেস দল ও সরকারের সহযোগী ও পৃষ্ঠপোষক কিছু ভাতাজীবি ও সুবিধাপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবি লেখক–শিল্পী ও সুধী নাগরিক সমাজ বাদে বাংলা তথা ভারতের বৃহত্তর জনসমাজ আরজি কর হাসপাতালের তিলোত্তমার এই শতকের নৃশংসতম ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার সঠিক তদন্ত ও সঠিক বিচার চেয়ে আজ পথে নেমেছে। এরা কেবলমাত্র আরজি করের প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষ, কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল বা স্বাস্থ্য অধিকর্তার পদত্যাগ চায় না। এরা চায় কে বা কারা এই নৃশংস ঘটনাটা ঘটালো, কারা তথ্য প্রমাণ লোপাট করল, কারা পুরো ঘটনাটা ধামা চাপা দিতে চাইল তার তদন্ত। আর সর্বোপরি চায় নির্যাতিতার খুনীদের বিচার। দীর্ঘ দেড় মাস অতিক্রান্ত। এখনও প্রকৃত খুনীদের খুঁজে বের করতে সুপ্রিম কোর্ট, সিবিআই, রাজ্য পুলিশ হিমশিম খাচ্ছে। জনগণ এদের কর্মদক্ষতা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলেছে। জনগণের ক্ষোভ ক্রমশ আগুনের শিখার মত বাড়ছে। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনার মত এরাজ্যেও লাগাম ছাড়া দুর্নীতি, দীর্ঘদিন শিক্ষক না নিয়োগ করা, বিভিন্ন কেস–খামারিতে সরকারের জড়িয়ে পড়া, জনগণের ট্যাক্সের টাকায় তৃণমূলের রাজনৈতিক নেতাদের হয়ে সরকারের হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করতে গিয়ে সরকারি তহবিলের অর্থ ধ্বংস করা ও সরকারের মুখ পোড়ানো, নির্বাচনে চরম দুর্নীতি করা, জোর করে ভয় দেখিয়ে ভোট করানো বিরোধীদের বিভিন্ন কেসে ফাঁসানো, ভোটে প্রচার করতে না দেওয়া, সরকারি কর্মীদের কেন্দ্রের হারে ডিএ না দেওয়া, শিক্ষকদের ঘেউ ঘেউ করতে বারণ করা, চাকরি প্রার্থীদের জীবন নিয়ে চিনিমিনি খেলা– ইত্যাদি জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে ঘৃতাহুতির কাজ করেছে। জনগণ ক্রমশ দাবি করছে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন এখন পরিণত হয়েছে গণ আন্দোলনে। জনগণ এখন বিচার চায় ও চায় দুর্নীতি মুক্ত এক স্বচ্ছ প্রশাসন।

বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন শক্তি সন্ধান

প্রণব গুহ

মাস দুয়ের আগে শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের চলতি রাজনীতির থিতিয়ে পড়া স্রোতটাকে ঘেঁটে ঘোলা করে দিয়ে গেল আরজি কর হাসপাতালের নৃশংস ঘটনা। আর এই ঘোলা জলেই চরম অস্বচ্ছ দেখাচ্ছে রাজ্যের তুতু ম্যায় ম্যায় রাজনীতি। শাসক তৃণমূল, বিরোধী বিজেপি, তৃতীয় পক্ষ কং–বাম একে অপরকে বন্ধু তকমা দিয়ে বাঙালিকে বোকা বানাবার যে রাজনীতিটা এ রাজ্যে করে থাকে তাকে চালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। ফলে সব কটা রাজনৈতিক দলের বড় গোঁসা। উপরে উপরে তারা এই আন্দোলনকে সমর্থনের কথা বললেও ভিতরে প্রবল ইচ্ছা এমন জনসমর্থনে নিজেদের ছোঁয়া দিতে।

আসলে এযাবৎ পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু, খাদ্য, ছাত্র, প্রভৃতি যত গুলো আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে সবকটির রাশ শেষ পর্যন্ত চলে গিয়েছে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের কব্জায়। এই প্রথম একটা উচ্চ মেধা শক্তির সঙ্গে রাজশক্তি ও দলীয় রাজনীতির লড়াই দেখল বাঙালি। এ লড়াই এটাও দেখালো যে, রাজনৈতিক দলগুলির বৃত্ত ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে বাংলায়। তবে এটাও ঠিক, শুধুমাত্র অবস্থান, ধর্ণা, অনশন, মিটিং, মিছিল করলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব নয়। আলাপ আলোচনাতেও ক্ষমতার প্রকোপ থেকে দীর্ঘস্থায়ী ভালো ফল আশা করাও বৃথা। বারবার এটা প্রমাণিত। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কয়েকটি পদের অদল বদল ঘটিয়েই দায় সারতে চেয়েছে আমলাতন্ত্র–রাজনীতির জোট। ফের ডাক্তারদের পেশ করতে হয়েছে সাত দফা দাবি। মনে করিয়ে দিতে হয়েছে আলোচনা মাফিক অ্যাকশন না হওয়ার কথা। নিরাপত্তার আসল দাবি এড়িয়ে, থ্রেট কালচারের মহানায়কদের আড়াল করে সরকার ফিল্টার ওয়াটার, রেস্ট রুম ইত্যাদিতে টাকা ঢালতে আগ্রহী। পাশাপাশি কমিটি, কমিশনের চেনা ছকে ফেলে নিরাপত্তার আসল দাবিটাকে কালক্ষেপে বিলীন করে দিতে চায় প্রশাসন। পুরোনো সেই 'কমিশনে অমিশন' আজও সমান প্রাসঙ্গিক'। 'স্বাভাবিকভাবেই এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভয়হীন, দুর্নীতিমুক্ত বাংলা গড়তে চলতি রাজনৈতিক ছকের বদল দরকার। মনে রাখতে হবে স্কুল, কলেজ, অফিস কাছারি, হাসপাতাল, আদালত জুড়ে যে দাদাগিরি চলছে তা আজ নতুন করে জন্ম নিয়েছে এমন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে প্রত্যেক সরকারের এসব প্রিয় পোষ্য। প্রত্যেক শাসক যত্ন করে লালন করেছে এই প্রশাসনিক অপ সংস্কৃতিকে।

কিন্তু এই পরিস্থিতির আমূল বদল আনতে যে নতুন শক্তির উন্মেষ দরকার তার জন্য চাই যোগ্য নেতৃত্ব ও জোটবদ্ধ সংকল্প। বাংলার ছাত্রদের হাত ধরেই সে শক্তির উন্মেষ হবে কিনা তা জানতে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে দেশবাসীকে।

১২২ বছর ধরে জেল খাটছে গাছটি

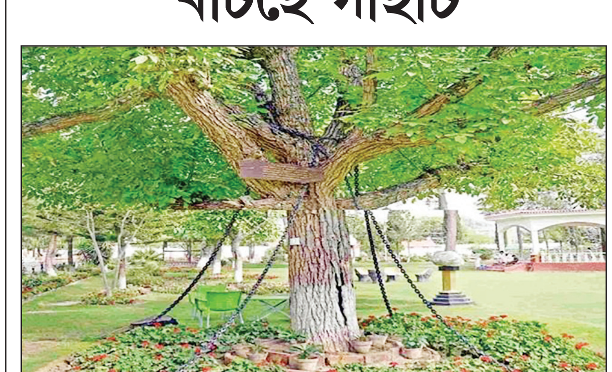

সিদ্ধার্থ সিংহ

একটি গাছকে ১৮৯৮ সালে তৎকালীন অবিভক্ত ভারতের ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা জেমস স্কুইড যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন। আজও পাকিস্তানের ল্যান্ডি কোটাল সেনানিবাসে শিকল দিয়ে বন্দি করে রাখা হয়েছে সেই মহীরুহটিকে। জেমস মদ্যপ অবস্থায় একদিন বাড়ি ফিরছিলেন। পথের মধ্যে হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে যান। দেখেন, ওই গাছটি তাঁর দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে। তিনি বারবার গাছটিকে এগিয়ে আসতে নিষেধ করেন। তবু তাঁর নির্দেশ অমান্য করে সেটি এগিয়ে আসতে থাকে তাঁর দিকে। তিনি এক পা দু'পা করে পিছিয়ে এলেও গাছটি কিন্তু থামেনি। যথারীতি এগিয়ে আসতেই থাকে। তিনি তখন চিৎকার করে ওঠেন–অ্যারেস্ট হিম। তাঁর চিৎকারে সঙ্গে সঙ্গে ব্যারাক থেকে ছুটে আসেন সেনারা। তাঁরা শিকল দিয়ে বেঁধে ফেলেন ওই গাছটিকে।

কিন্তু গাছটিকে তিনি অ্যারেস্ট করতে বললেন কেন? এই প্রশ্ন করায় তিনি তাঁদের বলেছিলেন, তাঁর দিকে ওই গাছটির এগিয়ে আসার কথা।

না, তাঁর সেই গল্প কেউ বিশ্বাস করেননি। সবাই বুঝতে পেরেছিলেন, আসলে ও রকম কিছুই ঘটেনি। তিনি যা দেখেছেন বলছেন, সেটা আসলে তিনি নেশার ঘোরে ভুলভাল দেখেছেন। কিন্তু সেই কথাটা কেউই তাঁর সামনে মুখ ফুটে বলতে পারেননি। তাই সে দিন শুধু ওই বটগাছটিকে যাবজ্জীবন বন্দি করে রাখার আদেশ দিয়েই তিনি থেমে থাকেননি, স্থানীয় বাসিন্দাদেরও হুমকি দিয়ে বলেন, কেউ যদি এই গাছটিকে মুক্ত করেন তা হলে তাঁকে এর থেকেও কড়া শাস্তি পেতে হবে। ফলে কেউই আর সাহস করে শিকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখা ওই গাছটিকে মুক্ত করার কথা কল্পনাও করেননি। যিনি আদেশ দিয়েছিলেন তিনি কবেই মরে ভূত হয়ে গেছেন। দেশ ভাগ হয়ে গেছে বহু যুগ আগেই। তবুও এখনও কেউ ওই শিকলটি খোলেননি। কালের সাক্ষী হয়ে ল্যান্ডি কোটাল সেনানিবাসে আজও বন্দি হয়ে রয়েছে ওই গাছটি। তার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা– 'আই অ্যাম আন্ডার অ্যারেস্ট।

দেশ দেশান্তরে

পাকিস্তানের ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস নিলামে

সুমন্ত ভৌমিক

লোকসানের মুখে থাকা পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমান পরিবহন সংস্থা পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনস বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দেশটির সরকার। মঙ্গলবার পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের প্রাইভেটাইজেশন কমিটির বরাত দিয়ে বেসরকারি টেলিভিশনে এই তথ্য জানান হয়েছে। আগামী ১ অক্টোবর এক নিলামের মাধ্যমে এটি বিক্রি করা হবে।

এর আগে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের দেওয়া সংস্কারের শর্ত অনুযায়ী, লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব এয়ারলাইনসের ৫১ থেকে ১০০ শতাংশ পর্যন্ত শেয়ার বিক্রি করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল পাকিস্তান সরকার। জাতীয় পরিষদের সদস্য ফারুক সাত্তার বলেছেন, আগামী মাসের প্রথম দিন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের নিলাম হবে।

পুরস্কার প্রত্যাখ্যান ঝুম্পা লাহিড়ীর

নিউইয়র্ক সিটির নগুচি জাদুঘরের একটি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন পুলিৎজার পুরস্কারজয়ী লেখিকা ঝুম্পা লাহিড়ী। ২০২০ সালে ইন্টারপ্রেটার অব মালদ্বীপস নামের বইয়ের জন্য পুলিৎজার জেতেন।

ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে মাথায় কেফিয়া স্কার্ফ পরার অপরাধে ওই জাদুঘর কর্তৃপক্ষ তিন কর্মীকে বরখাস্ত করেছিল। এর প্রতিবাদে ঝুম্পা লাহিড়ী তাদের পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেন। ওই জাদুঘর কর্তৃপক্ষ গত বুধবার এক বিবৃতিতে বলেছে, আমাদের হালনাগাদ পোশাক নীতিমালার কারণে ঝুম্পা লাহিড়ী এ বছরের ইসামু নগুচি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমরা তার দৃষ্টিকোণকে সম্মান করি এবং প্রত্যেকের মতামত আমাদের নীতিমালার সঙ্গে মিলতে নাও পারে, তা বুঝি।

জাপানি– আমেরিকান ভাস্কর ইসামু নগুচির প্রতিষ্ঠা করা জাদুঘরটিতে গত মাসে নীতিমালা পরিবর্তন করা হয়। তাতে বলা হয়, রাজনৈতিক বার্তা, স্লোগান বা সংকেতসংবলিত এমন কোনও পোশাক কর্মীরা পরতে পারবেন না। এ সময় তিন কর্মীকে বরখাস্ত করা হয়।

পাঠকের কলমে

এটিএম কাউন্টার চাই

হাওড়া জেলার আমতা থানার রসপুর গ্রামে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)। ব্যাঙ্কটি ভোজান শাখার অন্তর্গত। বিরাট এক এলাকার মধ্যে একটিই মাত্র ব্যাঙ্ক। প্রায় ২০টিরও বেশি গ্রামের অসংখ্য গ্রাহক এই ব্যাঙ্কের পরিষেবা পান। কিন্তু এখানে নেই কোনো এটিএম কাউন্টার। ব্যাঙ্কের সময়সীমার মধ্যে কিংবা ব্যাঙ্কটি বন্ধ থাকলে হঠাৎ বিপদে বা প্রয়োজনে টাকা তুলতে হলে প্রায় ৬ কিমি দূরবর্তী আমতা এটিএম কাউন্টারে ছুটতে হয়। যা অনেক গ্রাহকের ক্ষেত্রেই ভীষণ অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় উক্ত ব্যাঙ্ক–সংলগ্ন এলাকায় যদি একটি এটিএম কাউন্টার স্থাপন করা যায়, তাহলে উপকৃত হবে বহুসংখ্যক গ্রাহক। এ বিষয়ে আমি ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

অসীম কুমার মিত্র
রসপুর, আমতা, হাওড়া

রাস্তা পরিষ্কারের দাবির অনুরোধ

বজ বজ দুই নম্বর ব্লকের অন্তর্গত সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিক পাড়ার যে ঢালাই রাস্তা আছে, মন্ডলদের বাড়ির কাছে দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার ধারের একটি গাছ পুকুরে পড়ে যাওয়ায় ঢালাই রাস্তার নিচে গর্তে সৃষ্টি হয়েছে। ঢালাই রাস্তার নিচেটা ফাঁকা হয়ে আছে। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন প্রচুর ছাত্র ছাত্রী যাতায়াত করে। অটো চলাচল করে। দীর্ঘদিন এভাবে বেহাল রাস্তা থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের কোন টনক নড়েনি। যেকোনো সময় এই রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা আছে। বিশেষ করে সন্ধ্যের পর যখন রাস্তা অন্ধকার হয়ে যায়। গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে আবেদন করা হচ্ছে সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে সংস্কার করুন।

ধন্যবাদান্তে সাতগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মালিক পাড়ার বাসিন্দারা।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

বৃষ্টিতে তাপমাত্রা কমল

সজল দাশগুপ্ত, শিলিগুড়ি: পাহাড় থেকে সমতল উত্তরে ক্রমশ বাড়ছিল তাপমাত্রা। অসহ্য গরমে নাজেহাল হওয়ার অবস্থা। অবশেষে উত্তরবঙ্গ জুড়ে বৃষ্টিপাত, স্বস্তি ফিরেছে শিলিগুড়ি থেকে শৈলশহর দার্জিলিং সব জায়গায়। পাশাপাশি শহরের বুক দিয়ে চলা মহানন্দা নদীর জল কিছুটা বেড়েছে বৃষ্টিপাতের কারণে।

পুজোয় প্রস্তুত শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শরতের আকাশে পেজা তুলোর মত মেঘ, কাশফুল, সকালে শিউলির গন্ধ জানান দিচ্ছে মা আসছেন। দুর্গাপুজো ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে, বিভিন্ন পূজা মণ্ডপগুলিতে চলছে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতির কাজ। নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পীরা। হাতে আর বেশি দিন সময় নেই, মহালয়া রয়েছে আগামী সপ্তাহে তারপরের সপ্তাহে দুর্গাপুজো। দুর্গাপুজোকে ঘিরে শিলিগুড়িতে সাজো সাজো রব। দোকান বাজারগুলিতে দেখা যাচ্ছে মানুষের ভিড়। শিল্পীরাও জোর কদমে মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত, এমনই এক শিল্পী সাথে কথা বলে জানা গেল, তিনি ৫২ বছর ধরে প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছেন। তবে ব্যস্ততার কারণে এখন ব্যস্ততা তুঙ্গে হাতে সময় নেই।

মরণফাঁদ চিনপাই ব্রীজে চলছে ভারী যানও

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম চিনপাই গ্রামের বক্রেশ্বর ব্রীজ। ১৩ সেপ্টেম্বর রাত থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর দুপুর পর্যন্ত নিম্নচাপ এবং মৌসুমী অক্ষরেখার জোড়া ফলায় বীরভূম জেলায় মুষলধারে বৃষ্টি হয়। ওল্ডদশায় রানীগঞ্জ–মোরগ্রাম ১৪ নং জাতীয় সড়কের চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের চিনপাই ও বাঁধেরশোল গ্রামের মাঝে অবস্থিত বক্রেশ্বর ব্রীজ। টানা বৃষ্টিতে বেহাল অবস্থায় সেতুর উপর এক হাঁটু জল জমে কার্যত পুকুরে পরিনত হয়েছে বক্রেশ্বর ব্রীজ। তার উপর দিয়েই চলছে ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াত। নির্বিকার প্রশাসন। যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। এই ব্রীজের উপর দিয়ে প্রতিদিন কয়েকশো সরকারি ও বেসরকারি বাস, ডাম্পার, টোটো, চারচাকা গাড়ি, অটো, মোটরসাইকেল, লরি সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে।

শিশু কন্যাকে কুয়োতে ফেলে দিল মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি পুর নিগমের ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তনগর এলাকায় একটি মৃত শিশুর দেহ উদ্ধার করে দমকল কর্মীরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে যান কাউন্সিলার দুলাল দত্ত। জানা গেছে, মহিলার মানসিক অবস্থা খুব একটা ভালো ছিল না। সেই মহিলা নিজেই তার শিশু কন্যাকে ফেলে দিয়েছে। খবর দেওয়া হয় আসিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও দমকলে। তারা এসে কুয়োর জল পরিষ্কার করে শিশুকন্যার মৃতদেহ উদ্ধার করে। মহিলাকে আটক করেছে পুলিশ।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

‘এক পেড় মাকে নাম’ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করতে সুন্দরবনের কুলতলিতে আম্রপলি

নিজস্ব প্রতিনিধি,সুন্দরবন: ভারতের প্রধানমন্ত্রী গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে দিল্লির বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে এক পিপল গাছ রোপন করেন এবং 'এক পেড় মাকে নাম' এবং প্লান্ট ৪ মা প্রচার অভিযান চালু করেন, যার উদ্দেশ্য হল জমির ক্ষয়রোধ করা এবং খরা প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করা ও মরুকরণ প্রতিরোধ করা।

অন্য ধারে এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশকে সবুজায়ন করার লক্ষ্যে প্রত্যেক নাগরিক তার মায়ের নামে একটি করে গাছ রোপন করলে উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে কিছুটা হলেও মুক্তি পাবে। গতকাল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের কুলতলিতে কেন্দ্রীয় পাট ও সমবর্গীয় তন্তু অনুসন্ধান সংস্থা ও সুন্দরবন এলাকার অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনের প্রান্তিক তফসিলি জাতি, উপজাতি মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি করে আম্রপলি আমের চারা তুলে দেওয়া হল এবং প্রত্যেকে তার মায়ের নামে আমের চারা গাছটি বাড়িতে গিয়ে রোপন করবে এবং মায়ের মতো যত্ন সহকারে গাছটি শুশ্রূষা করার শপথ গ্রহণ করবেন। প্রায় ৩ হাজার মহিলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় পাট ও সমবর্গীয় তন্তু অনুসন্ধান সংস্থার অধিকর্তা ডঃ গৌরাঙ্গ কর বলেন আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী

গত ৫জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে নতুন দিল্লি বুদ্ধ জয়ন্তী পার্কে একটি পিপল গাছ রোপনের মধ্য দিয়ে এক পেড় মাকে নাম এবং প্লান্ট ৪ মা কর্মসূচি প্রচারাভিযান চালু করেন। যার মধ্য দিয়ে আগামী দিনে আমাদের দেশে সবুজায়ন– বিপ্লব ঘটতে পারে অন্য ধারে ফলের চারা রোপণ করতে পারলে বিশেষত মহিলাদের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব, ডক্টর কর আরো বলেন, আগামী দিনে সুন্দরবনের আর্থসামাজিক পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাধিক স্কিল ডেভেলপমেন্টে প্রশিক্ষণ অন্য ধারে উন্নত প্রযুক্তিতে তৈরি ফলের চারা লাগিয়ে ছোট ছোট পরিবারগুলিকে টেকসই উন্নতি করা যেতে পারে, সমবেত মহিলাদের উদ্দেশ্যে তিনি আবেদন করেন আমরা কাজ শুরু করেছি, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে আগামী দিনে কাজ চলবে এবং সুন্দরবনের প্রতিটি প্রান্তে আমাদের সংস্থার পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব বিশেষত প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব কারণ আমাদের ইনস্টিটিউট মূলত গবেষণা নির্ভর প্রতিষ্ঠান। আমাদের বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত গবেষণাগারে বিশেষত অর্থকরী ফসল পাট চাষ সংক্রান্ত নিত্যনতুন যুগ উপযোগী পরিবেশবান্ধব উন্নত পাটের ব্রিজ তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আপনাদের অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সমাজকর্মী লোকমানবাবু আমাকে আবেদন করেছিলেন তাই আমি অত্যন্ত স্বল্পপরিসরে কেন্দ্রীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের মালদার সংস্থা থেকে দুই হাজার আম্রপলি চারা আপনাদের তুলে দিতে পারলাম। আগামী দিনে আপনারা যদি যত্ন করে গাছটি রক্ষা করতে পারেন তাহলে আমরা আরও বেশি বেশি অর্থকরী ফল গাছের চারা দেওয়ার চেষ্টা করব। কুলতলী মিলন তীর্থ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিশিষ্ট সমাজকর্মী লোকমান মোল্লা, বলেন দেশের স্বাধীনতার পরে মায়ের নামে গাছ রোপন করে সেটাকে যত্ন করতে হবে এটি একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলা যেতে পারে, বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন থেকে যতদূর জানা গিয়েছিল বিশ্ব উষ্ণায়নের পরিবর্তনের কুফল হিসেবে সুন্দরবন সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলত সুন্দরবনকে রক্ষা করতে হলে এবং সুন্দরবনের ৫০ লক্ষের অধিক জনজীবনকে রক্ষা করতে হলে আরো বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের অভিমত অনুযায়ী,সুতরাং এই জনপদকে রক্ষা করতে হলে গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের সুন্দরবনবাসীকে এগিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই। এই জনপদকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে, সুতরাং আজকের কর্মসূচি সুন্দরবনের সমস্ত পরিবারের মায়েরা বোনেরা যদি গ্রহণ করতে পারে তাহলে আগামী দিনে আমাদের প্রিয় বাসভূমি সুন্দরবন আরো সুন্দর হবে। এদিন অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানী সুব্রত সৎপতি, এবং অ্যাকাউন্ট অফিসার পলাশ তেওয়ারি প্রমুখ। গাছ পেয়ে খুশি মঞ্জু দাস কাজল অধিকারী, আমাদের প্রতিনিধিকে জানালেন যে আমরা নিজেদের মায়ের নামে গাছ রোপন করব এক নতুন অভিজ্ঞতা এই গাছটা দেখে অন্তত পক্ষে মায়ের নাম স্মরণ হবে এটাই আমাদের বড় পাওনা।

আউসগ্রামে স্বচ্ছতাই সেবা

মহীউদ্দীন আহমেদ, বোলপুর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দিবস উপলক্ষে স্বচ্ছতাই সেবা বাংলার এই মিশন কে উদ্যোগ করে আউসগ্রাম–২ ব্লকের অমরপুর পঞ্চায়েতের গেঁড়াই উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্ক,সমবায় সমিতির প্রাঙ্গণে ঝাড়ু দিয়ে এবং এলাকার মানুষকে নিজ বাড়ির আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখার উপকারিতা সম্পর্কে জানাতে এক মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গেঁড়াই উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসা বিদ্যালয়ের শিক্ষক– শিক্ষিকা মণ্ডলীর সঙ্গে আউসগ্রাম–২ ব্লক সভাপতি ও সমাজসেবক সেখ আব্দুল লালন। পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি মমতা বাড়ুই, সুসংহত শিশু বিকাশ কেন্দ্রের আধিকারিক এমডি. ইমরান সহ অনান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিরা। নিজ বাড়ী সহ এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছনতা রাখার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

পঞ্চায়েত সদস্যেকে কুড়ুলের কোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সন্দেশখালি : এক তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের মাথায় ও ঘাড়ে কুড়ুলের কোপ মারাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বর্তমানে ওই পঞ্চায়েত সদস্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত যুবক পলাতক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে উত্তর ২৪ পরগণা জেলার সন্দেশখালি থানার দুর্গামণ্ডপ পঞ্চায়েতের গাববেড়িয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে প্রায় ৬ মাস আগে এলাকার যুবক সোমনাথ সরদার স্থানীয় এক যুবতির সাথে অবৈধ ভাবে শারীরিক সম্পর্ক করে। ঘটনা জানাজানি হওয়ার পরে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য রণজিত মাইতির নেতৃত্বে গ্রামে শালিসী সভায় বিচার হয়। ওই যুবতির পরিবারের লোকজন যুবতিকে অন্যত্র বিয়ে দেয়। এমত অবস্থায় পঞ্চায়েত সদস্য রণজিত মাইতির উপর রাগে ফুঁসছিল সোমনাথ। অভিযোগ এদিন রাতে পঞ্চায়েত সদস্যকে একা পেয়ে আক্রমণ করে। বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি পঞ্চায়েত সদস্যের ঘাড়ে ও মাথায় কুড়ুল দিয়ে আঘাত করে। ঘটনাস্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে ওই পঞ্চায়েত সদস্য। শুরু হয় চিৎকার চেঁচামেচি। স্থানীয়রা দৌড়ে আসলে অভিযুক্ত যুবক পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা জখম পঞ্চায়েত সদস্যকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। চিকিৎসার জন্য রাতেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে ওই পঞ্চায়েত সদস্য আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্যদিকে ঘটনার খবর পেয়ে অভিযুক্ত যুবকের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সন্দেশখালি থানার পুলিশ।

পিয়ালি বিটের বন কর্মীরা

প্রথম পাতার পর

জঙ্গলে ঘেরা এই এলাকায় কোনো প্রাচীর না থাকায় যে কোনো সময় যেকোনো অপরাধী এই অফিসে চত্বরে ঘাঁটি গেঁড়ে থাকতে পারে।পুকুর থেকে চুরি হয়ে যায় উদ্ধার করা কচছপও। বিষাক্ত সাপ সহ অন্যান্য প্রাণীদের অবাধ বিচরণ এই এলাকায়।এই অফিসের অধীন কুলতলির বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর সাপ উদ্ধার করে এখানে আনা হলেও সাপ রাখার কোন ব্যবস্থা নেই, নেই তাদের কোন ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা। এমমকি সাপ ধরার ক্যাচারটিও খারাপ।যার ফলে সাপ ধরতে গেলে বিপদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে বন কর্মীদের। এই বিট অফিসের এক কোনে পড়ে আছে বহু বছরের পুরনো ভাঙাচোরা একটি অকেজ স্পিডবোর্ট। বর্তমানে এলাকায় যাতায়াতের জন্য একটি মোটরসাইকেল থাকলেও গাড়ির তেলের সমস্যায় মোটর সাইকেলটি অযত্নে পড়ে আছে। উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালে এই পিয়ালী বিট অফিসের অধীন পিয়ালী আইল্যান্ডে,১৯৯৭ সালে কুন্দখালী গোদাবরে এবং ২০২২ সালে মেরিগঞ্জ ২ নং পঞ্চায়েতের ডোঙাজোড়ায় লোকালয়ে বাঘ ঢুকেছিল।জলদস্যু সহ ম্যানগ্রোভ নীধন কারিদের আনাগোনা এই নদী প্রবণ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় থাকায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এই অফিসের বন কর্মীরা। তারা চান, সরকার থেকে এই অফিসের দিকে একটু নজর দেওয়া হোক।

এব্যাপারে পিয়ালী বিট অফিসার আবু জাফর মোল্লা বলেন, এই অফিসটি বিশাল এলাকা নিয়ে থাকলেও কোন প্রাচীর না থাকায় দুষ্কৃতী ও সমাজ বিরোধীদের আস্থানা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, প্রশাসনকে আমাদের তরফে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি। এই বিট অফিসটিকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য এবং আমাদের সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তে কাজের সুবিধার জন্য একটি অটো ও মোটর সাইকেলের পর্যাপ্ত তেল পেলে কাজের সুবিধা হয়। এছাড়া জলপথে আমাদের যাতায়াতের জন্য স্পীডবোর্ট বা নৌকা হলে আরো ভালো হয়। এব্যাপারে জেলা বন আধিকারিক (ডি এফ ও) নিশা গোস্বামী বলেন, আমি কিছুদিন আগেই এই জেলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি। আমি পুরো বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখছি কি করা যায়।

চাকরি ছাড়লেন চিকিৎসক

প্রথম পাতার পর

আবার অনেকক্ষেত্রে রোগী মৃত্যুর দায় ডাক্তারদের উপর এসে পড়ে। হাউস স্টাফ, ইন্টার্ন ডাক্তার থাকলেও সিনিয়র ডাক্তারের বড্ড অভাব। যে কারণে অনেক রোগী মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে যারা চিকিৎসা করতে আসে এমন অনেকের দাবি ডাক্তারবাবু বাইরে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করেন তাই হাসপাতালে সময় দিতে পারতেন না সেইকারণে তিনি চাকরি ছেড়েছেন। এইবিষয়ে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি পলাশ দাস বলেন, ‘তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়েছেন।’

বাঁধে ভাঙ্গন আতঙ্কে জনগণ

প্রথম পাতার পর

যার জেরে মানুষ রীতিমতো আতঙ্কে আছে। কাকদ্বীপ ব্লকের বিভিন্ন এলাকা বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। জল নিষ্কাশনের যথার্থ ব্যবস্থা না থাকায় জল জমে যাচ্ছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের নারায়ণগঞ্জ এলাকায় নদী বাঁধে ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সাগর ব্লকেও বিভিন্ন এলাকায় নদী বাঁধে ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় সেচ দপ্তর তড়িঘড়ি সংস্কারে নেমেছে। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর সূত্রের খবর আগামী সোমবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে মাঝারি ধরনের। তবে এর মধ্যেই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানিয়ে রেখেছে আগামী মহালয়া থেকে লক্ষ্মীপূজা পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হবে। তখন এই সমস্ত এলাকায় কি পরিস্থিতি হবে সেই ভেবে সাধারণ মানুষ রীতিমতো আতঙ্কে আছে। জেলা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরসূত্রের খবর, দুর্যোগের কথা মাথায় রেখে উপকূলবর্তী বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী মজুত রাখা হয়েছে। সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদেরও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।

দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: উৎসবের মরশুম শুরু হয়ে গেছে বিশ্বকর্মা পূজোর পর থেকেই। বাতাসে এখন আগমনীর সুর। কিন্তু নিম্নচাপের বৃষ্টির জেরে রাজ্যের অধিকাংশ জেলাই জলমগ্ন। তার ফলে সবজি ও অন্যান্য ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সবজির মূল্য এখন আকাশ ছোঁয়া। কলকাতা থেকে জেলা সর্বত্রই মধ্যবিত্ত মানুষরা বাজারে গিয়ে সবজি কিনতে গিয়ে অগ্নিমূল্যের ছেঁকা খাচ্ছেন। কেজি প্রতি ঝিঙে ৭০ থেকে ৮০ টাকা, ঢেঁড়স ৭০ টাকা, বেগুন ৯০ থেকে ১০০ টাকা, পেঁয়াজ ৬০ থেকে ৬৫ টাকা, আদা ২৫০ থেকে ৩০০ টাকা, রসুন ৩৫০ থেকে ৪০০ টাকা, জ্যোতি আলু ৩০ থেকে ৩৬ টাকা দরে বিক্রি করছে। দামোদর অববাহিকায় জলস্তর

বাড়ার কারনে বানভাসি হয়েছে দক্ষিণবঙ্গের বড় অংশে। ঘাটালও জলমগ্ন হয়েছে। সেখানে সবজির মূল্যবৃদ্ধি হয়তো সঙ্গত। কিন্তু কলকাতা বা কলকাতার সংলগ্ন জেলায় মূলত শাকসবজি আসে দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়া ও নদীয়া থেকে। সেখানে যা বৃষ্টি হয়েছে তাতে ফসলের খুব একটা ক্ষতি হয়নি। টাস্কফোর্স এর এক সদস্য দাবি করছেন, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী বন্যার সুযোগ নিয়ে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন। আলুর যা স্টক আছে হিমঘরে তাতে করে জ্যোতি আলুর দাম ৩০ টাকার বেশি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু একশ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছা করে দাম বৃদ্ধি করছে কালো বাজারি সৃষ্টির জন্য। রাজ্য সরকারের উচিত ইতিমধ্যেই কলকাতা এবং অন্যান্য জেলায় মূল্যবৃদ্ধি যাতে না হয় সে ব্যাপারটা দেখা। আবার বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পিংলা এবং ডেবরায় পশ্চিম মেদিনীপুরে বৃষ্টিতে ফুল চাষেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। তার ফলে দুর্গাপুজোর সময় ফুলের দাম বাড়ার আশঙ্কাও করছেন সাধারণ মানুষ।

টা টা কলকাতা ট্রাম!

প্রথম পাতার পর

কোলকাতার বুকে আর দেখা পাওয়া যাবে না ঘণ্টা বাজিয়ে রাষ্ট্র–নিয়ন্ত্রিত যানটির। কলকাতায় প্রথম চালি হয় ঘোড়ায় টানা ট্রাম যার শুরু ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৩ সালে। ট্রামটি শিয়ালদহ এবং আর্মেনিয়ান ঘাট স্ট্রিটের মধ্যে ৩.৮ কিমি রুটে চলেছিল, কিন্তু দুর্বল অর্থনৈতিক কার্যকারিতার কারণে এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে ১৯০২ সালের ২৭ মার্চ আসে বৈদ্যুতিক ট্রাম কোলকাতার যা গোটা এশিয়া মহাদেশে প্রথম। বর্তমানে পুরো ভারতে একমাত্র এই শহরেই চলতো ট্রাম, এবার তাও বন্ধ হয়ে গেল। তাৎক্ষণিক সময়ে কোলকাতার অর্থনীতি হোক বা যোগাযোগ ব্যবস্থা সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিল কোলকাতার ট্রাম। ২০১১ সালের তথ্য অনুযায়ী ৩৭ টি ট্রাম রুট, ৬১ কিমি ট্রাম লাইন ও ৭০০০ জন কর্মী নিয়ে ছিল কলকাতা ট্রামের সংসার। ২০২০ সালে কোভিডের পরে আরও বেহাল হয়ে পড়ে অবস্থা ২০২২ এর তথ্য অনুযায়ী মাত্র দুটি রুট ১২ কিমি লাইন ও কর্মী সংখ্যা প্রায় শূন্যে নেমে এসেছিল। ২০২৩ সাল পর্যন্ত, কলকাতার ছয়টি ট্রাম রুট সক্রিয় ছিল। বাস, অটো, বাইকের দ্রুতগতির যুগে ধীরে চলা যানটি নেহাতই অযাচিত। তবে অভিযোগ ট্রামকে বাঁচিয়ে রখার সুদৃঢ় পরিকল্পনা মোটেই সে ভাবে নেওয়া হয়নি। রাজ্য সরকার চাইলেই কোলকাতার এই ঐতিহ্যকে নানা উপায়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারত। যদিও বিভিন্ন ভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে বহুবার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ফল কিছুই পাওয়া গেল না। অনেকের মতে যদি গতি বাড়িয়ে নবরূপে ট্রামকে পরিকল্পনা করা যেত তবে দূষণমুক্ত পরিবেশ বজায় রেখে জনপরিবহনের এক দিগন্ত খুলে যেত। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ট্রাম রাস্তায় নামলেও গতির কারণেই মুখ ফিরিয়েছে জনতা। সময়ের জাঁতাকলে ঘোড়ায় টানা গাড়ি, টানা রিক্সা অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবার হারিয়ে গেল ট্রামও। শোনা যাচ্ছে ইতিমধ্যেই ট্রামের সব কিছুই নিলাম হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য শহরে গেলে ট্রামের দেখা মিলবে, ট্রামহীন কল্লোলীনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এসপ্ল্যানেড এবং ময়দানের মধ্যে একটি ট্রাম ঐতিহ্য হিসেবে চালানোর সিদ্ধান্ত নিলেও সেটা কতদিন থাকবে তাও এখন প্রশ্নের মুখে।

ফিরল না সৌরভ, হারিয়ে গেল স্বপ্ন

প্রথম পাতার পর

মনে মনে সংকল্প করে মাছ ধরেই ঘোচাবে সংসারের দুঃখ। ১৮ সেপ্টেম্বর কাকদ্বীপের ঘাট থেকে গভীর সমুদ্রে ট্রলারে করে প্রথমবারের রওনা দেয় সে। দুদিন পর রাত দুটো নাগাদ ঘুমের মধ্যেই হানা দেয় হাওয়া দানব। হঠাৎই উল্টে যায় ট্রলারটি। অভিজ্ঞতা ছিল না, ঘুম ভেঙে দিশেহারা সৌরভ বুঝতেও পারেনি কেবিন থেকে বেরোবে কী করে। ট্রলারটি উদ্ধার করার পর কেবিনের মধ্যেই মেলে তার নিথর দেহটা। বাড়ির বড় ছেলের মৃত্যুতে বাবা–মা সহ পরিবারের লোকজন কান্নায় ভেঙে পড়েছে। শোকস্তব্ধ কাকদ্বীপের মাইতির চক।

সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার শোকগ্রস্থ পরিবারদের সঙ্গে দেখা করে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্যের চেক তুলে দেন বলে জানা গেছে। অপরদিকে দেখা করেন প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলী। তিনি ৯ জন মৎস্যজীবীর পরিবারের হাতে ১০ হাজার টাকা করে চেক ও এক মাসের রেশন সামগ্রী তুলে দেন। পরিবারের শিশুদের পড়াশোনা করানোর বিষয়েও আশ্বাস দিয়েছেন। এবিষয়ে তিনি বলেন, মৎস্যজীবীরা কেবলমাত্র নিজেদের স্বার্থের জন্য সমুদ্রে মাছ ধরতে যান না। এই মাছ বিদেশে রপ্তানি হয়। বৈদেশিক মুদ্রা এই দেশে আসে। তাই মৎস্যজীবীদের দায়িত্ব রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার উভয়কেই নেওয়া উচিত।

সাহায্য, দাবি, চাহিদা হয়তো একদিন পূরণ হবে, কিন্তু শত চেষ্টা করলেও ফিরবে না সৌরভ আর তার সুখী হওয়ার অদম্য ইচ্ছাগুলো। এভাবেই আমাদের চোখের, মনের আড়ালে বঙ্গোপসাগরের সমুদ্রে প্রতিদিন হারিয়ে যায় সৌরভরা, ফুরিয়ে যায় তাদের স্বপ্ন।

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২২ সেপ্টেম্বর বিকাল ৩ টা থেকে সামালি বিবেক নিকেতনে অনুষ্ঠিত হল নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা। ঘণ্টা দুয়েক ধরে চলা এই সভায় সমিতির সদস্য, কর্ণধারা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথিরা। সকলে মিলে সমিতির সাফল্য, কর্তব্য এবং পরিকল্পনা নিয়ে

বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি একটি পশু হাসপাতাল ও সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের সংকল্প নেওয়া হয়। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক আনন্দ বিশ্বাস এই প্রকল্পে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। প্রাক্তন পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম আচার্য সমিতির সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং আগামী পরিকল্পনায় তার ভূমিকা পালনের কথা বলেন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ হয়।

বেহাল রাস্তা, ক্ষুব্ধ মানুষ

প্রথম পাতার পর

তাই বাধ্য হয়ে আবারও একবার কলম ধরতে হল। আমতলা চড়িয়াল রোডে প্রচুর বাস, অটো, টোটো, লরি, ট্রাক চলাচল করে। প্রচুর মানুষ এই পথে তাদের কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করেন। কিন্তু বিশেষ করে আমতলার নিবারণ দত্ত রোডের হাল দীর্ঘদিন ধরে খারাপ হয়ে আছে। বাখরাহাট– রায়পুর মোড় থেকে চড়িয়াল পর্যন্ত যে রাস্তা গেছে সে রাস্তার অবস্থা দিন দিন বেহাল হচ্ছে। রাস্তার মধ্যে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়ে পুকুরের আকার নিয়েছে জল জমে। প্রতিদিনই ছোটখাটো দুর্ঘটনা লেগে আছে। সাধারণ মানুষরা দাবি করছেন, পুজোর আগে যেন এই রাস্তা ভালোভাবে সংস্কার করা হয়। তা না হলে পূজোর সময় বড় কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। বজবজ ট্রাঙ্ক রোড কোনরকমে প্যাচওয়ার্ক করে সারা হয়েছে। আবার যদি বৃষ্টি হয় তাহলে কি পরিস্থিতি হবে বোঝা যাচ্ছে না। পিডব্লিউডির এক আধিকারিক জানান, অবিরাম বৃষ্টির কারণে ভালোভাবে পিচ করা যাচ্ছে না। যেখানে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে সেখানে কোনো রকমে প্যাচওয়ার্ক করা হচ্ছে। বৃষ্টি বিদায় নিলে ভালোভাবে সমস্ত রাস্তায় পিচ করা হবে।

মেট্রোর জন্য জলশূন্য হল

প্রথম পাতার পর

হাওয়ায় ফোয়ারার জলকণা আশেপাশে উড়ে বেড়াতো। কিন্তু এখন সেই অপরূপা জলাশয় সম্পূর্ণরূপে জলশূন্য করা হয়েছে। মেট্রোরেল কাজ চলছে। পুরো জলাশয় টিন ঘিরে দেওয়া হয়েছে। ফলে জলাশয়টি এখন কী অবস্থায় আছে দেখাও যাচ্ছে না। গেটগুলিও টিন দিয়ে আড়াল করা হয়েছে। এদিকে পরিবেশপ্রেমীরা আশঙ্কা করছেন, অদূর ভবিষ্যতে মনোহর দাস তড়াগ ফের তার সুন্দররূপ ফিরে পাবে তো?

সুন্দরবন বাঁচাতে তালের আঁটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারা বছরই সুন্দরবনে কোনো না সময়ে ঘূর্ণিঝড় লেগেই থাকে। তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় সুন্দরবন। এবারে তাই ঘূর্ণিঝড়ের হাত থেকে সুন্দরবনকে বাঁচাতে ম্যানগ্রোভের পর এবার তালগাছ লাগাবার উদ্যোগ নিলো কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল গ্রামবাসীদের সহায়তায়। প্রতিবছর একবার দুবার ঝড়ের তাণ্ডবে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুন্দরবনের বহু গ্রাম। নদীর পাড়, ঘরবাড়ি, ক্ষতি হয় বড় বড় গাছও। সাম্প্রতিক দেখা গেছে একমাত্র তালগাছ রক্ষা করেছে গ্রাম বাসীদের। ঝড়ের গতিবেগের সামনে তাল গাছের অসীম ক্ষমতা। তালগাছ যেমন শক্ত হয়, তেমন বহু কাজে ব্যবহৃত হয়। কুলতলির বিধায়ক গণেশ চন্দ্র মণ্ডলের উদ্যোগে বিভিন্ন গ্রামের মানুষকে একত্রিত করে সুন্দরবনের ৯ টি অঞ্চলে নদীর পাড়ে তাল গাছের আটি লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে সপ্তাহ থেকে। ইতিমধ্যে দেড় লক্ষ তাল গাছের আঁটি পোতা হয়ে গেছে। এব্যাপারে কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মণ্ডল মঙ্গলবার বলেন, খুব শক্ত হয় তাল গাছ। যখন ঝড় আসে সেই ঝড়কে প্রতিরোধ করতে পারে এই তালগাছ। এই তালগাছ থেকে জ্বালানির পাশাপাশি তালগাছ থেকে পাওয়া যায় তালের রস, রস থেকে পাওয়া যায় তালের গুড়, পাটালি। আগামীদিনে ধারাবাহিক ভাবে সুন্দরবনের বহু অঞ্চলে নদীর পাড়গুলোতে এই তালগাছ বসানো হবে। বিধায়কের এই উদ্যোগে খুশি কুলতলি তথা সুন্দরবনের মানুষজন।

মহানগরে

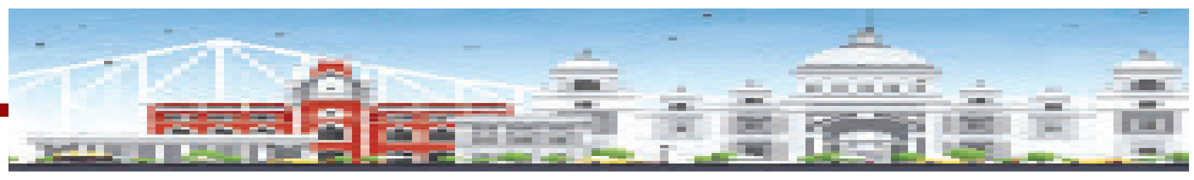

আলিপুর চিড়িয়াখানার ১৫০ বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি : আলিপুর চিড়িয়াখানা ১৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে ২৪ সেপ্টেম্বর নতুন করে সজ্জিত গেটের উদ্বোধনে বন মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা, মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, ৯ নম্বর বরোর অধ্যক্ষা দেবলীনা বিশ্বাস, মুখ্য বনপাল নীরজ সিংহল, চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর শুভঙ্কর সেনগুপ্ত, বন দপ্তরের সচিব মনোজ আগরওয়াল, রাজ্যের জু অথরিটির মেম্বার সেক্রেটারি সৌরভ চৌধুরী প্রমুখ। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৫০ বছরে পা দিয়েছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৭৫ সালে এই চিড়িয়াখানা তৈরি হয়। তখন ভারতের রাজধানী এই কলকাতায় থাকা ভারতের গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরয় ছিলেন লর্ড নর্থব্রুক্। তিনি এই চিড়িয়াখানা আসেন। এখানে ১২০ টির বেশি এনক্লোজার আছে। ২ হাজারের বেশি প্রাণী আছে। নিত্য বছর ৩৮ লক্ষ দর্শক আসেন। এদিন চিড়িয়াখানার নতুন গেট উদ্বোধন করা হয়। আবাসিকদের খাঁচা গুলি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। বনমন্ত্রী নিজে মালায়ন টাপির–সহ মাউজ ডিয়ার দত্তক নিয়েছেন। এদিন বনমন্ত্রীর হাতে দত্তকের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

মহানগরে ডেঙ্গু ৮৯ শতাংশ কমল

বরুণ মণ্ডল : চলতি বছরে আপাতত কলকাতায় ডেঙ্গুর প্রকোপ সেভাবে নেই। গত বছরের তুলনায় এ বছর এই সময় ডেঙ্গুর সংক্রমণ তুলনামূলক ভাবে খুবই কম। পুর–স্বাস্থ্যকর্তাদের দাবি, চলতি বছরের শুরু থেকেই ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো মশাবাহিত রোগ ঠেকাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থা। লাগাতার নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের নোটিশ ধরানো হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গত বছরের তুলনায় এবার এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৮৯ শতাংশ কম। বছর পয়লা জানুয়ারি থেকে পয়লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় ১,৯৩৬ জন বাসিন্দা ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চলতি বছর এই সংখ্যা নেমে হয়েছে ৩৩১। পাশাপাশি, ওই নির্দিষ্ট সময়ে গতবছরে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছিল ৪,৫৪৬ জন। এবার সেই সংখ্যা কমে হয়েছে ২,১৬৯ জন। যা প্রায় ৫২ শতাংশ কম। এই সময়কালে শহরের ৩৯টি ওয়ার্ড থেকে ডেঙ্গুর কোনও কেস নেই। আর একেবারে সাম্প্রতিক খবরে

২০২৩–এর ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহরে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৩,৮০২টি। আর এবছর সেখানে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ৪১০টি। যা গত বছরের তুলনায় ৮৯.২২ শতাংশ কম। গত বছর ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শহরে ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা ৫,৭২০টি। এবছর সেখানে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ৩০১৯টি। যা গত বছরের তুলনায় ৪৭.২২ শতাংশ।

এদিকে দুর্গোৎসবের আগে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের আশঙ্কা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় আবারও তুমুল বৃষ্টির সম্ভাবনা। এমন আবহে সতর্ক কলকাতা পৌরসংস্থা। দুর্গোৎসবের মরসুম অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় মণ্ডপ। থিমের প্যান্ডেলের নীচে ত্রিপল। তাতেই একাধিক জায়গায় জল জমার জায়গা তৈরি হবে। জন্মাতে পারে ডেঙ্গুর বাহক এডিস ইজিপ্টাই! মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম ২১ সেপ্টেম্বর সমস্ত দুর্গোৎসব উদ্যোক্তাদের জানিয়েছেন, ডেঙ্গু নিয়ে সতর্ক থাকুন। মণ্ডপ প্রাঙ্গণে ডেঙ্গু সচেতনতার জন্য হোর্ডিং লাগান। সচেতনতার উপরেই দাঁড়িয়ে আছে ডেঙ্গুর নিয়ন্ত্রণ। পাড়ায় পাড়ায় প্রচার হলেও সচেতনতা এখনও কলকাতার একটা বড়ো অংশের মধ্যে গড়ে উঠেনি। এর মধ্যে ছোটোদের সঙ্গে ষাটোর্ধরাও রয়েছে। ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর গা বমি–বমি, গা–হাতে–পায়ে প্রচণ্ড ব্যথার উপসর্গ দেখা যায়। মহানাগরিক জানান, জ্বর দু–তিন দিন হলেই এনএসওয়ান অ্যান্টিজেন টেস্ট করিয়ে নিতে পারেন। পাঁচদিনের উপর জ্বর থাকলে ডেঙ্গু আইজিএম পরীক্ষা করিয়ে নেওয়াই শ্রেয়। পৌর স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায়চৌধুরী জানান, দুর্গোৎসবের সময়কালে ডেঙ্গু সচেতনতায় প্রতি পাড়ায় সপ্তাহে চারদিন অটোয় মাইকিং হবে।

বার্তা

আতঙ্ক : অহরহ উত্তরবঙ্গের ধস বাধ সাজছে পর্যটনে। খামখেয়ালি আবহাওয়া অনেকটাই বিপদে ফেলছে স্থানীয়দের। ছবি : জয়ন্ত চক্রবর্তী

দূষণ : আবর্জনার স্তূপ, চায়না টাউনের একাংশে।

এবার রাস্তায় রক্ষণাবেক্ষণকারীর নামের বোর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: আসন্ন শারদোৎসবের আগে কলকাতা পৌর এলাকার রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করেছে কলকাতা পৌরসংস্থা। কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক গার্ডের তরফ থেকে কলকাতা পৌরসংস্থার ২৬০টি ভাঙা রাস্তা মেরামতির জন্য রাস্তার নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। সেই সব রাস্তা সহ আরও কিছু রাস্তা সংস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতা পৌরসংস্থার সড়ক দপ্তর। কলকাতাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতার কয়েকটি রাস্তার নাম জমা হয়েছে, সেগুলি সারাই করা হবে। এই কাজ শুরুও হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে বিবেকানন্দ রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, স্ট্র্যান্ড রোড, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোডের একাংশের মেরামতির কাজ শেষ হয়েছে। অধিকাংশ রাস্তায় রয়েছে স্পট হোল সংক্রান্ত সমস্যা। যেমন: শিয়ালদহে বিদ্যাপতি সেতুর ওপর যে ট্রামলাইনগুলি বেরিয়ে আসছে সেগুলির মেরামতি বাকি আছে। ক্রেন মুভমেন্ট করার জন্য ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের কিছু রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। সেখানেও মেরামতির কাজ চলছে।

আবার কিছু রাস্তাতে 'থরো ওয়ার্ক' চলছে। ভাঙা রাস্তার খবর এলে তারও রিপেয়ারিং–এর কাজ হবে। আবহাওয়া শুকনো থাকলে আগামী ২ অক্টোবর মহালয়ার আগেই কলকাতার সমস্ত রাস্তার সংস্কার হয়ে যাবে বলে দাবী পুরসভার। সড়ক দপ্তরের রাস্তায় সকলে কাজ করছে। দাবী, ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কলকাতার পৌরসংস্থার সমস্ত রাস্তার নির্মাণ সম্পূর্ণ হবে। আগামীদিনে দুর্গোৎসবের আগে কলকাতা পৌর এলাকার কোনও রাস্তা ভাঙার থাকবে না বলে জানানো হয়েছে পুরসভার পদ থেকে।

মহানাগরিক জানান, কলকাতা পৌরসংস্থা সড়ক দপ্তর নতুন পদ্ধতিতে কলকাতায় 'প্লাসটিক রোড তৈরি করছে। এতে সুবিধা হল পিচের প্রধান শত্রু যে জল, সেই জলেও রাস্তা খুব একটা ভেঙে যাচ্ছে না। আবার কিছু রাস্তা আছে, যেখান দিয়ে ভারী গাড়ি, ক্রেন যাতায়াত করে, যেখানে মেট্রোরেলের লাইন নির্মাণের কাজ চলছে। যেমন মোমিনপুর থেকে খিদিরপুর এলাকায় ডায়মন্ড হারবার রোড ভেঙে গিয়েছে। কলকাতার যেখানে কেই আই আই পি–র কাজ চলছে, সেখানে কিছু রাস্তায় সমস্যা আছে। তবে সেখানে রাস্তা গুলিকে হাঁটাচলার উপযুক্ত করে দেওয়া হচ্ছে।

এরই সঙ্গে এবার কলকাতার কোন রাস্তা কোন সংস্থা মেইন্টেন্সের দায়িত্বে আছে, সেই তথ্য রাস্তার সম্মুখে বোর্ড দিয়ে লিখে দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেগুলি কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের রাস্তা সে রাস্তার সম্মুখে বোর্ড দিয়ে লিখে দেওয়া হবে 'দিজ রোড ইস মেনটেনেন্স বাই কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট। কলকাতা পৌর এলাকায় কলকাতা পৌরসংস্থার নিজস্ব রাস্তাসহ সংযুক্ত কলকাতায় বহু রাস্তা পি ডব্লু ডি, কে এম ডি এ, এইচ আর বি সি ও ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের। তিনি জানান, দুর্গোৎসবের সময় যদি কলকাতায় মুষলধারায় বৃষ্টি নামে তবে দু– তিন ঘন্টার বেশি বৃষ্টির জল জমে থাকবে না। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্যে জল রাস্তা থেকে সরে যাবে। কলকাতার সবকটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন দুর্গোৎসবের দিনগুলিতে খোলা থাকবে। কলকাতা পৌরসংস্থার নিকাশি দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা তৈরি থাকবেন। বরোগুলিতে অতিরিক্ত পাম্পের ব্যবস্থা থাকবে। কোথাও গাছ পড়ে গেলে তা ট্রিমিং – এর জন্য বিশেষ টিম বরোগুলিতে তৈরি থাকবে।

দুর্গোৎসবে খোলা থাকবে পৌর ক্লিনিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী দুর্গোৎসবের মহা ৪ দিন সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর দিনগুলিতে কলকাতা পৌরসংস্থা আর্বান প্রাইমারি হেল্থ ক্লিনিক, ১৫টি ডেঙ্গু নির্ধারণ কেন্দ্র, ১৫টি সুস্বাস্থ্য নিরাময় কেন্দ্র খোলা থাকবে। চিকিৎসকরাও উপস্থিত থাকবেন। কলকাতা পৌর এলাকার ১৪৪টি ওয়ার্ডে কেউ অসুস্থ হয়ে এলাকার পৌর ক্লিনিকে এলে চিকিৎসা পাবেন। ২৪ ঘণ্টার বেশিক্ষণ জ্বর থাকলে ডেঙ্গু টেস্ট করিয়ে নেওয়ার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুব্রত রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, কলকাতার ১৪৪টি আর্বান প্রাইমারি হেল্থ ক্লিনিকের পাশাপাশি দুর্গোৎসবের প্রধান চারদিন চেতলার 'দেশের খাবার বাসস্টপস্থিত 'মেয়রস্ ক্লিনিক খোলা থাকবে। এছাড়াও যে ২২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে, সেগুলিও খোলা থাকবে। ভাদ্র শেষ হয়ে আশ্বিন মাস শুরু হল হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে কলকাতায় ম্যালেরিয়া ও ডেঙ্গুর উৎপাত বেড়েছে। শহরে পোঁতা বাঁশের মাথায় জল জমে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়তে পারে। তাই কলকাতায় যতগুলি ডেঙ্গু নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে, সেগুলিও দুর্গোৎসবের প্রধান চারদিন খোলা থাকবে কলকাতাবাসীর জন্য। পুরসভার আহ্বান একদিনের বেশি জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ওইসব কেন্দ্রে। কেন্দ্রীয় পৌরভবনে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিসও খোলা থাকবে দুর্গোৎসবের সময়ে। কলকাতাবাসীর স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অসুবিধা হলেই পরিষেবা দিতে স্বাস্থ্য দপ্তর তৈরি। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, আসন্ন দুর্গোৎসবে কলকাতা পৌরসংস্থার স্বাস্থ্য পরিষেবা দপ্তরের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। কর্মীরা স্বাস্থ্য পরিষেবা জারি রাখবেন।

স্তূপাকার : পুরোনো ও নতুন বাড়ির মাঝে আবর্জনার স্তূপ, এ যেন ডেঙ্গি, মেলেরিয়া মশার আতুর ঘর, জুবিলী পাকে। ছবি : অভিজিৎ কর

প্রস্তুতি : : শেষ মূহূর্তে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। ছবি : সঞ্জয় চক্রবর্তী

ষষ্ঠী থেকে বিসর্জন, নেভেনা হোমের আগুন

অরিজিৎ মণ্ডল

বলা হয় পায়রা নাকি শান্তির প্রতীক। দক্ষিণ ২৪ পরগনা বাদ্দনের মণ্ডল বাড়ির ইতিহাসের সাক্ষ্য এখনো বহন করে চলেছে এই পায়রা। তখন অবিভক্ত বাংলা... ১৮ দশকে বেশ কিছু জমিদার দক্ষিণে রাজ্যপাট গড়ে তুলেছিল প্রচুর পরিমাণ। নদী পথেই মূলত চলতো তাদের ব্যাবসা বাণিজ্য। সেইসময় গোলক চন্দ্র মণ্ডল সাবান, ধান, চাল এর ব্যবসা করে প্রচুর ভূ–সম্পত্তি ক্রয় করেছিল। এবং তার জীবন দশাতেই গ্রামের মানুষের মঙ্গল কামনার্থে ১৮৫৭ সালে শুরু হয় দুর্গাপূজা। এই বছর তাদের পূজা ১৫৯তম বর্ষে পদার্পণ করলো। বাদ্দনের মণ্ডল পরিবারের পূজা আজও রীতিনীতি মেনে চললেও বেশ কিছু নিয়মের রদবদল হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। তখন পূজার ৫ টা দিন দূর দুরান্তের বহু প্রজাই আসতো জমিদার বাড়িতে। তবে সবার প্রবেশের অগ্রাধিকার ছিল না। সিংহ দুয়ারের সামনে থাকতো বন্দুকধারী ২ দারোয়ান। বিশাল বড় দুর্গা দালানেই পুজোর পাঁচটা দিন খাওয়া–দাওয়া থেকে শুরু করে নাচ গান সমস্ত কিছুরি ব্যবস্থা থাকতো। বস্তা বস্তা চিরে গুর আসতো লাট থেকে প্রজাদের খাওয়ানোর জন্য। তবে সময়ের সাথে সাথে অনেক

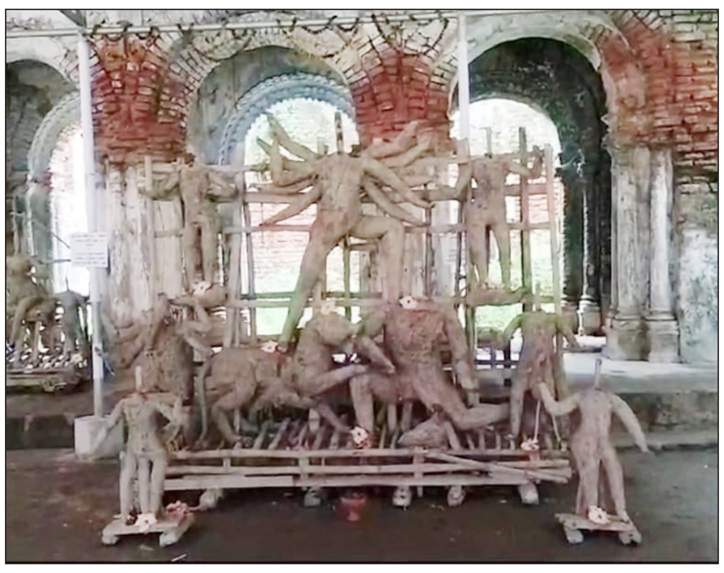

কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। জমিদারি এখন আর নেই। কিন্তু এখনও রীতি মেনে চলে আসছে পূজা। আগে মায়ের সামনে বলি হত। কিন্তু সেই প্রথা আস্তে আস্তে এখন বিলুপ্ত হয়েছে। সন্ধি পূজার সময় বন্দুকের গর্জন শোনা যেত, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাও এখন আর হয় না। আগে পুজোয় মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে পূজার সমস্ত কাজই এখন সামলায় বাড়ির মহিলারা। নিয়ম রয়েছে ষষ্ঠীর দিন মায়ের পূজার সময় যে হোম যজ্ঞের আগুন জালানো হয় তা গিয়ে নেভে সেই দশমীতে। মায়ের বোধন থেকে শুরু করে কলা বউ স্নান, সন্ধি পূজা, নৈবেদ্য তৈরি সমস্ত কিছুই এখন বাড়ির মহিলারাই সামলায়। পুজোর পাঁচটা দিন বাড়ির পরিবারের সদস্যরা দেশ–বিদেশে যেখানেই থাকুক না কেন পুজোর সময় এক সাথে আনন্দে মেতে উঠে। জমিদারির ইতিহাস এখনও বহন করে চলেছে পায়রা।

জীবন্ত দুর্গাদের হাত ধরে সুন্দরবনে অবতীর্ণ হবেন দশভূজা

সুভাষ চন্দ্র দাশ

প্রত্যন্ত সুন্দরবন। গহণ জঙ্গলের মধ্যদিয়ে আপন মনে বয়ে চলেছে বিদ্যাধরী নদীর শাখা নারায়ণতলা খাল।ঘন জঙ্গলে বাঘ, হরিণ সহ বন্য জীবজন্তুদের বিচরণ।মানুষের বসবাস নেই বললেই চলে। সালটা ১৯৫৯ নফরগঞ্জের হিরন্ময়পুর এলাকায় সবে জঙ্গল কেটে লোকবসতি শুরু হয়েছে। সেইসময় সর্বপ্রথম এলাকার সারদাচরণ, গিরীন্দ্র নাথ, যামিনীরঞ্জন মণ্ডলরা হাম, বসন্ত, কলেরা, সাপের উপদ্রব এবং বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষাপেতে শুরু করেন বনবিবি, মনসা ও শীতলা পুজো। ওই একই বছরে এলাকায় সর্বপ্রথম দুর্গা পুজো শুরু করা হয়। কোন অজ্ঞাত কারণে সেই দুর্গাপুজো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। পরে নদীর স্রোতের ন্যায় অনেক জল গড়িয়েছে। এলাকায় মানুষের বসবাস বেড়েছে। গ্রাম আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়েছে। ২০২০ সালে শুরু হয় করোনা মহামারী। করোনা মহামারীর কবল থেকে সমগ্র গ্রামকে রক্ষা করতে গ্রামের শঙ্করী মণ্ডল, রিঙ্কু মণ্ডল, সাগরিকা মণ্ডল, রেখা হালদার, প্রভাবতী মণ্ডল, স্বপ্না মণ্ডল, সুনীতা মণ্ডলরা উদ্যোগ গ্রহণ করেন গ্রামে দুর্গাপুজো করার আশা দেবী দশভুজার দশ অস্ত্রে করোনা মহামারী অবশ্যই ঘায়েল হবেই। অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে সেবার গ্রামের জীবন্ত দুর্গারা দশভুজাকে ধরণীতলে আহ্বান করতে সক্ষম হননি। তবে ২০২১ এ স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতির সহায়তায় গ্রামের মহিলাদের উদ্যোগে শুরু হয় বন্ধ হয়ে যাওয়া দুর্গাপুজো। সুন্দরবনের গ্রামের জীবন্ত দুর্গাদের এমন উদ্যোগে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁদেরকে।

এবছর চতুর্থতম বর্ষে পদার্পণ করল সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের একমাত্র মহিলা পরিচালিত দুর্গাপুজো।সাবেকি প্রতিমা তৈরি করেছেন মৃৎশিল্পী পরমেশ্বর জানা। পুজোর উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের এই পুজো অত্যন্ত সমাদৃত। এবছর পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ৫ জন মহিলা ঢাকির ঢাকের তালে মায়ের চক্ষুদান ও সন্ধ্যারতি করবেন পুরোহিত ঠাকুর জয়দেব চক্রবর্তী। পুজোয় থাকছে বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বস্ত্র বিতরণ, মায়েদের শঙ্খধ্বনি প্রতিযোগিতা, যাত্রাপালা সহ অন্যান্য।মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির সভাপতি শঙ্করী মন্ডল জানিয়েছেন, 'হেতাল জঙ্গল কেটে সাফ করে বাপঠাকুর্দারা সর্বপ্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন।মাত্র একবার হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে আমরা মহিলারা মিলিত ভাবে আবার সেই পুরাতন ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করি। এবছর আমাদের পুজো চতুর্থতম বর্ষে পদার্পণ করলো। হিরন্ময়পুর স্কুল মোড়ে এই পুজো ঘিরে এলাকার হাজার হাজার মানুষ আনন্দ উপভোগ করেন। বিজয়া দশমীর পরের দিন সুন্দরবনের বিদ্যাধরী নদীর শাখা নারায়ণতলা খালে দেবী মূর্তির নিরঞ্জন করা হয়।দুনয়নে অশ্রুবারি নিয়ে আবারও এক বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

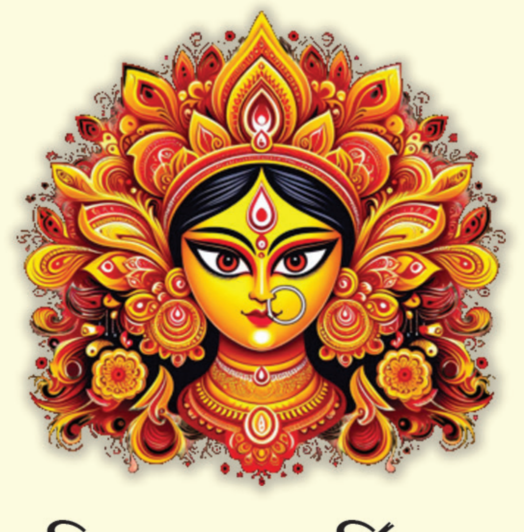

মেডিকেয়ার নার্সিংহোম ইউনিট টু বিশালক্ষীতলা
আয়োজিত
আলিপুর বার্তা শারদ সম্মান – ২০২৪
আলিপুর সদর মহকুমার পাঁচটি ব্লক, তিনটি পুরসভা এবং ফলতা ব্লকের সেরা পুজোকে সম্মানিত করা হবে।

মাঙ্গলিকী

ব্লুমিং লোটাস অব হিউম্যানিটি

কল্যাণ রায়চৌধুরি : দলছুট মানিকতলা নাট্যচর্চা কেন্দ্রের নবতম প্রযোজনা ব্লুমিং লোটাস অব হিউম্যানিটি অতি সম্প্রতি প্রথম মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্র সদনে। এই নাটকের রচয়িতা অপূর্ব দে এবং নির্দেশক কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ভাবনা ও পরিকল্পনা তথা দলের গুরু, পরিচালক জানালেন ব্লুমিং লোটাস অব হিউম্যানিটি মুলত ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গেঁ রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পর্ক ও সংঘাত। নিজের দেশ ত্যাগ করে বাংলাকে নিজের ঘর ও বাসস্থান করেছেন যেসব মহিলা তাদের মধ্যে মার্গারেট একজন। আমি মূলত: এই নাটকে স্বামী বিবেকানন্দ মারা যাওয়ার পর রামকৃষ্ণ মিশন তাকে কীভাবে তাড়িয়ে দিল, যে রাজনীতির শিকার তিনি হলেন তার জন্য মারা গেলেন। আসলে নারীকে এখনও পুরুষশাসিত সমাজ প্রধান পদে দেখতে চায়না। নারী এগিয়ে যাবে, পুরুষতন্ত্র তা মেনে নিতে পারেনা। তারা নারীকে রান্না–বান্না, ঘর–বাড়ি সহ রাতে পুরুষকে আনন্দ দেওয়াকেই প্রাধান্য দেয়। নারী কেন দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে জড়াবে? হাজার হাজার যুব সমাজ কেন তাঁর কথায় নেমে পড়বে দেশের তথা সমাজের উন্নয়নে, তা এখনও পুরুষতন্ত্র সমাজ মেনে নেয় না। তাই তো আজও তিলোত্তমাকে প্রতিদিন, প্রতিনিয়ত, প্রতিসময় ধর্ষিতা হতে হয়। এই সমস্ত বিষয়গুলোই এই নাটকের প্রধান উপজীব্য।

এই ব্লুমিং লোটাস অব হিউম্যানিটি নাটকে এক নারীর লড়াই এক মিশনের গুরুজনদের সঙ্গেঁ।' পরিচালক আরও বলেন, মঞ্চে আমরা কোনও ইলেকট্রিক সাউন্ড ব্যবহার করিনি। তবলা, গিটার, সিন্থেসাইজার, হারমোনিয়াম সব লাইভ। এই নাটকে অভিনয় করেছেন সম্বুদ্ধ বসু, সুমিতা বসু, মিতালী রায়, সম্ভব রায়, শ্যামসুন্দর মণ্ডল, পিউ সামন্ত, সায়ন বনিক, সোমদীপ মণ্ডল, সশ্রু দে প্রমুখ।

নাট্য কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার উদ্যোগে গাইঘাটা থানার অন্তর্গত, ঘোঁজা হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল তিন দিনের স্কুল থিয়েটার ওয়ার্কশপ। গত ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয় এই কর্মশালা, শেষ হয় ২০ সেপ্টেম্বর। ৩০ জন স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থী এই নাট্য কর্মশালায় অংশ নেয়। ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে ছাত্র ছাত্রীরা চারটি গ্রুপে চারটি নাটক প্রস্তুত করে। প্রতিটি নাটকে সামাজিক সচেতনতামূলক এবং নারী সুরক্ষার ছবি ফুটে ওঠে। নাটকের মধ্যেই ওদের স্লোগান ছিল 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'।

প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য।

এছাড়াও বিভিন্ন দিনে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক প্রদীপ ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার সদস্য আদি দাস, অর্পিতা পাল, অঞ্জলি মৃধা, অভীপ্সা ঘড়াই, দেবযানী মিস্ত্রি প্রমুখ।

নবদ্বীপে বাংলা কবিতা উৎসব

মলয় সুরঃ ২৩ সেপ্টেম্বর সারাদিনব্যাপী চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ শহরের নবদ্বীপ সাধারণ পাঠাগারের হলঘরে কলকাতা লোকসংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন ও বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানটির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন কবি ও সঙ্গীত শিল্পী দেবকী দুলাল চক্রবর্তী এবং সাংবাদিক বিধান ঘোষ।

এদিন উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন দেবকী দুলাল চক্রবর্তী।

কবিতা উৎসবে সুন্দর আবৃত্তি করে শোনান বাচিক শিল্পী সুপ্রিয়া ঘোষ। প্রাক্তন শিক্ষিকা মঞ্জু আচার্য বেদান্ত পাঠ করেন। কবিদের তালিকায় ছিলেন বিমল পাল, দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ মণ্ডল, অরবিন্দ সরকার, তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায়, রানী মজুমদার, প্রদীপ মুখোপাধ্যায় প্রমূখ। অনুষ্ঠানে আইনের ছাত্রী ঐশী চক্রবর্তী "আমি সেই মেয়ে" কবিতায় নৃত্যের তালে প্রতিভাত হয়। ঐশীর সুন্দর পরিবেশনা দর্শকরা খুব উপভোগ করেন। এদিন মঞ্চে কবি বিমল বসুর শিশুদের ছড়ার বই প্রকাশিত হয়। বাংলা রাজ্য কমিটির সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, লেখক লেখিকাদের সাথে পত্রিকার সম্পাদকের একটা মেলবন্ধন ঘটানোর উদ্দেশ্য নিয়েই এই ধরনের কবিতা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অনেকেই আছেন কবিতা লিখছেন তারা কোথায় প্রকাশ করবেন কিভাবে প্রকাশ করবেন, এর অনেক তথ্যই অজানা থাকে। তাই সকল কবিদের মধ্যে একটা আদান–প্রদান করার জন্য এই ধরনের কবিতা উৎসবের আয়োজন। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সাংবাদিক বিধান ঘোষ।

আলিপুর বার্তা ও দেশলোক শারদ সংখ্যার উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম অফ ইন্ডিয়ান আর্ট–এর গ্যালারিতে গত ২৬ সেপ্টেম্বর উন্মোচন ঘটল আলিপুর বার্তা এবং দেশলোক পত্রিকার এবারের শারদ সংখ্যার। দুটি পত্রিকা উন্মোচিত করলেন যথাক্রমে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী এবং কবি বিশ্বজিৎ মিত্র।

উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. সঞ্জিত জোতদার, সাহিত্যিক উৎপলেন্দু মণ্ডল, সুন্দরবন বিশারদ সুভাষ আচার্য, দেশলোকের সম্পাদক তথা আলিপুর বার্তার কার্যকরী সম্পাদক প্রণব গুহ এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও কলেজ পড়ুয়ারা। উল্লেখ্য, গ্যালারিতেই চলছে 'লাইট দ্য ফায়ার' শীর্ষক সুন্দরবন বিষয়ক এক প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা। তার মাঝে শারদ পত্রিকা প্রকাশ অনুষ্ঠান এক অন্যমাত্রা যোগ করে, কারণ এবারের দেশলোক শারদ সংখ্যায় আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটর ড. দীপক বড় পন্ডার কলমে প্রকাশিত হয়েছে চলতি প্রদর্শনীর মূল ভাবনা বিষয়ক এক প্রবন্ধ।

এছাড়া আলিপুর বার্তা পত্রিকাও দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছে সুন্দরবন নিয়ে। পত্রিকা প্রকাশের পর সুন্দরবন ও তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন উপস্থিত বক্তারা। জল জঙ্গলের মাটিতে যে সব সমস্যার উদ্ধব হয়েছে তার মোকাবিলা করতে মনটাকে সুন্দরবনময় করা জরুরি বলে মত প্রকাশ করেন প্রণব গুহ। দুটি অনবদ্য স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন বিশ্বজিৎবাবু। এরপর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

লাইট দি ফায়ার শীর্ষক প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এর আশুতোষ মিউজিয়ামে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের অন্তর্গত সুন্দরবনের ছোট মোল্লাখালি দ্বীপের দারিদ্র, বঞ্চনার পাশাপাশি সুন্দরবনের সংগ্রাম, শিল্প, ঐতিহ্য সবটাই তুলে ধরার উদ্দেশ্যে ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে এক প্রদর্শনী। প্রতিদিনই ছিল আলোচনা চক্র। ছাত্র ছাত্রী, সুন্দরবনবাসী, বিশেষজ্ঞ সবাই মিলে খুঁজছেন স্থায়ী উন্নয়নের প্রকৃত পথ।

'লাইট দি ফায়ার'– ব্যর্থ প্রানের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো শীর্ষক এই প্রদর্শনীতে আলোচনার মূল বিষয় ছিল 'সুন্দরবনের শিক্ষা সংকট প্রসঙ্গ ছোট মোল্লাখালি দ্বীপ'। অনুষ্ঠানে ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টারার ড. দেবাশিষ দাস, মিউজিয়ামের কিউরেটর ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা, অধ্যাপক সঞ্জিত জোতদার, সৌমেন গাঙ্গুলি, প্রাক্তন পুলিশ অফিসার অরিন্দম আচার্য, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার আধিকারিক আনন্দ বিশ্বাস সহ অন্যান্যরা। এই প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার জেলা গ্রন্থাগার সহ সুন্দরবন বই মেলা কমিটি, শুধু সুন্দরবন চর্চা, নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি, মৎসজীবি সংগঠন, দিশা পিপলস্ কালচারাল ফোরাম। প্রদর্শনী সাজিয়ে তুলেছিলেন শিল্পী জ্যোতির্ময় দত্ত এবং অনীক ঘোষ। মিউজিয়ামের কিউরেটর বলেন, প্রদর্শনীর নির্যাস ইতিবাচক আমরা এর মাধ্যমে অনেক সমমনষ্ক বন্ধুদের পেলাম যাদের নিয়ে একসাথে সুন্দরবনের ছোট মোল্লাখালির শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাজিয়ে তুলতে সক্ষম হব।

পাশে থাকার সংকল্পে 'ওরা'

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ শকুন্তলা পার্ক থেকে কলকাতা রেলস্টেশন যাতায়াতকারী 'ইউনাইটেড এস–৪৫ প্যাসেঞ্জার অ্যাসোসিয়েশন ও 'ইউনাইটেড এস–৪৫ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর ঠাকুরপুকুরের বাখরাহাটের অসহায় প্রবীণাদের আশ্রয়কেন্দ্র 'ভালোবাসা'র আবাসিকদের হাতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীসহ ফল–মিষ্টি তুলে দেন অ্যাসোসিয়েশনের উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ। এছাড়াও প্রাক্ দুর্গোৎসবের মুহূর্তে আবাসিকদের প্রত্যেকের পরনের নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়। এরই পাশাপাশি এদিন এস– ৪৫– এর নিত্যযাত্রীদের পক্ষ থেকে ঠাকুরপুকুর থানার অধীনে বড়িশা শীলপাড়ায় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষদের আবাসিক কেন্দ্র 'শুকতারা' হোমের সদস্যদের নিয়ে কিছু খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন এবং বেশ কিছুটা সময়ও কাটান ওই হোমের আবাসিকদের সঙ্গে। সব মিলিয়ে এই চলার পথে নিত্যযাত্রী সাথীদের নিয়ে সংগঠিত হওয়া এই মানবিক উদ্যোগটি অনুপ্রেরণা জোগাবে সে বিষয়ে কোন ও দ্বিমত নেই। এইদিন উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন জয়দীপ সাহা, বিকাশ পাল চৌধুরী, দ্বৈপায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ বসু, সুপর্ণা মুখোপাধ্যায়, শর্মিষ্ঠা চৌধুরী, অভিজিৎ পাল, গৌতম ভট্টাচার্য, শিবু সিংহ রায়, উৎপল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

বিদ্যাসাগর রত্ন হলেন অমল

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ২০১৬ সালে আলিপুর বার্তা সম্মান পাওয়া অমল নায়েক জীবনের মূল মন্ত্র শিক্ষকতা আর সমাজসেবা। শিক্ষকতায় অনবদ্য অবদানের জন্য রাজ্য সরকার কর্তৃক শিক্ষারত্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। সমাজসেবামূলক কাজের জন্য ২০২২ সালে 'বঙ্গ গৌরব' সম্মান পেয়েছিলেন। এবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম দিবসের প্রাক্কালে ওয়ার্ল্ড বুক অফ ষ্টার রেকর্ডস্ এর জাতীয় সম্মান 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষারত্ন' সম্মানে ভূষিত হলেন সুন্দরবনের প্রাক্তন শিক্ষক তথা সমাজসেবী অমল নায়েক।রবিবার কলকাতার নিউটাউন সিটি সেন্টারে এক অনুষ্ঠানে পুরষ্কার তুলে দেন ডঃ রাজীব পাল।ছিলেন অন্যান্য বিশিষ্টরা। এমন দুর্লভ জাতীয় সম্মান পেয়ে আপ্লুত অমল নায়েক জানিয়েছেন 'এই সম্মান সুন্দরবনের দুঃস্থ, অসহায়, অনাথ, স্কুলছুট ছেলে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যেতে আরো উৎসাহিত করলো। এই সম্মান আমি সকল সুন্দরবনবাসীর উদ্দ্যেশে অর্পণ করলাম'।

সেবাময়ী শ্রীসারদা
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দি ছবির জগতে
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সঞ্জয় সেনগুপ্ত

সুন্দরবনের শিক্ষা সঙ্কট
ড. দীপককুমার বড় পণ্ডা

প্রকাশিত

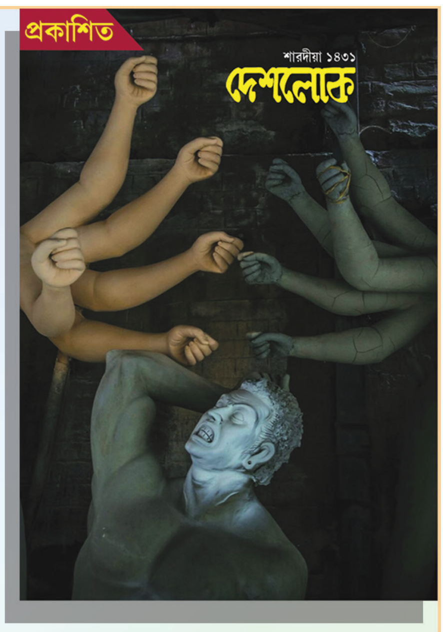

এছাড়াও লিখেছেন

অভীক চট্টোপাধ্যায়, সুকুমার মণ্ডল, কৌশিক রায়চৌধুরী, বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, অবু ঘটক, সবিতা চৌধুরি, নন্দলাল ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, অনিন্দিতা মণ্ডল, শতদ্রু মজুমদার, অরুণোদয় ভট্টাচার্য, দীপঙ্কর মুখোপাধ্যায়, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ শর্মা, সুনন্দ ভৌমিক, প্রবীর মণ্ডল, স্বপন দাস, শেখর কুমার রায়, ভরত বৈদ্য সহ আরও অনেকে

গোমো গল্পের গোলকধাঁধায় মহানিষ্ক্রমণ তত্ত্ব – জয়ন্ত চৌধুরী
মন মজেছে বৃন্দাবনে – প্রণব গুহ

এখনই বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে

সুভাষ উদ্যানের বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির থিম বৃন্দাবনের চন্দ্রোদয় মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ৭৬ তম বর্ষে বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি যার পরিচালনায় উদয় সংঘ তাদের এবারের থিম বৃন্দাবনের চন্দ্রোদয় মন্দির।

৭৫ তম বর্ষে ইসকনের মন্দির ছিল তাদের ভাবনা। যা প্রতিটি মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এ বছরও যেভাবে মণ্ডপ নির্মাণ হচ্ছে আশা করা যায় মানুষের প্রশংসা পাবে। মণ্ডপসজ্জায় আছে শিব শঙ্কর ডেকোরেটার্স। প্রতিমা নির্মাণ করছে স্বস্তি শিল্প নিকেতন। আলোকসজ্জায় আছে জ্যোৎস্না ইলেকট্রিক ও আশা ইলেক্ট্রিক। পূজা কমিটির সম্পাদক দিব্যেন্দু হাজরা জানালেন, এবছর আগামী তৃতীয়ার দিন আমাদের প্রতিমার উন্মোচন হবে। প্রতি বছরের মতনই উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে তবে খুব একটা আড়ম্বর থাকবে না। এবছর পূজা কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছেন বজ বজের বিধায়ক অশোক দেব, প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে আছেন বজবজ পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রী গৌতম দাশগুপ্ত, পূজা কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন শ্রী জগন্নাথ গুপ্তা, বিবিআইটি চেয়ারম্যান। সভাপতি শ্রী বৈদ্যনাথ মাইতি, উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে আছেন শ্রীমতি পম্পা সিংহ, পৌর মাতা ১০ নম্বর ওয়ার্ড বজবজ পৌরসভা। সুভাস উদ্যানের মাঠে বজবজ কেন্দ্রীয় সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির শারদ উৎসবকে ঘিরে একটা মেলার পরিবেশ তৈরি হয়। বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য থেকে মনিহারি দোকান এই মেলায় অংশগ্রহণ করে। প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এই দুর্গোৎসবে। তবে এলাকার সাধারণ মানুষরা বলছেন সুভাষ উদ্যান থেকে মাঠে যাওয়ার রাস্তাটা সংস্কার করা অবশ্যই প্রয়োজন।

রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা গোবরডাঙ্গা
নাট্য চর্চার গর্বিত ৩০ বছর

নবনীতা দেবসেন অনুপ্রাণিত -
Seeta Katha
সীতা কথা
নাটক – কুন্তল মুখোপাধ্যায়

আবহমান
Abhaman
নাট্যকার - সুব্রত নাগ

সামগ্রিক পরিকল্পনা ও নির্দেশনা – বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

Rabindra Natya Sanstha Gobardanga
Contact : 9732862517 ; www.rns.org.in

জোড়া সোনায় বিশ্বজয় নতুন ইতিহাস ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেট–বিশ্বে শীর্ষে ভারত। ফুটবলের জন্যও পাগল। হকি–কাবাডিতেও সেরা। এবার দাবা–ক্ষেত্রেও সোনালি ইতিহাস রচনা করল ভারত। হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে দাবার ৪৫তম অলিম্পিয়াডে দেশের মুখ উজ্জ্বল করলেন ভারতের দাবার তারকারা। পুরুষ এবং মহিলা দল– দুই বিভাগেই সোনা জিতেছে ভারত। উল্লেখ্য, দুবছর আগে ভারতের মাটিতে বসেছিল দাবা অলিম্পিয়াডের আসর। কিন্তু সেবার ব্রোঞ্জ জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল ভারতকে। রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ও ডি গুকেশদের পাশাপাশি দিব্যা দেশমুখ ও তানিয়া সচদেবরাও দুরন্ত দাবা খেলে জিতে নিলেন সোনা। ভারতীয় দাবাড়ুদের এই সাফল্য নজর কেড়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীরও। প্রথমবার ওপেন বিভাগে ছেলে ও মেয়েরা সোনা জিতল। শেষ রাউন্ডে স্লোভেনিয়াকে হারিয়েছেন ডি গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ, অর্জুন এরিগাইসি, বিদিত গুজরাটি, পেন্টালা হরিকৃষ্ণ এবং শ্রীনাথ নারায়ণন (ক্যাপ্টেন)রা। স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে শেষ রাউন্ডের আগে ভারতের পয়েন্ট ছিল ১০ রাউন্ডে ১৯। দ্বিতীয় স্থানে

১৭ পয়েন্ট নিয়ে ছিল চিন। শেষ রাউন্ডে আমেরিকার বিরুদ্ধে দু'টি খেলায় পয়েন্ট নষ্ট করে চিন। তখনই ভারতের সোনা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অন্য দলের খেলার উপর নির্ভর করেনি ভারত। ভারতের গুকেশ, অর্জুন এরিগাইসি ও প্রজ্ঞানন্দ নিজেদের ম্যাচ জেতেন। স্লোভেনিয়ার বিরুদ্ধে শুরুটা করেছিলেন বিশ্বের তিন নম্বর গুকেশ। ভ্লাদিমির ফেদোসিভের বিরুদ্ধে কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেন তিনি। তাতে অবশ্য সমস্যা হয়নি তাঁর। ভ্লাদিমির লড়াই করেও ভারতের ১৮ বছর বয়সি গুকেশকে হারাতে পারেননি। সামনেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য চিনের ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে নামবেন গুকেশ। তার আগে দাবা অলিম্পিয়াডে সোনা গুকেশের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়াবে। দ্বিতীয় ম্যাচে নামেন অর্জুন। তিনিও কালো ঘুঁটি নিয়ে খেলেন। স্লোভেনিয়ার ইয়ান সুবেলিকে হারান তিনি। এই দুই জয়ের পরে ভারতের সোনা নিশ্চিত হয়ে যায়। কিন্তু প্রজ্ঞানন্দ নিজের ম্যাচ হাল্কা ভাবে নেননি। তিনি অ্যান্টন ডেমচেঙ্কোকে হারান। পুরুষদের পরে ভারতের মহিলা দলও সোনা জিতেছে অলিম্পিয়াডে। ১০ নম্বর রাউন্ডে চিনকে হারিয়ে সোনার সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন আর বৈশালীরা। শেষ রাউন্ডে ভারতের সামaনে ছিল আজারবাইজান। তাদের বিরুদ্ধে ৩.৫–০.৫ জয়ের সুবাদে সোনা জিতেছেন। ডি হারিকা ছিলেন সেরা ফর্মে। দলের হয়ে দারুণ খেললেন। তাঁর কৌশল ছিল দেখার মতো। অন্যদিকে, দিব্যা দেশমুখ আবারও তৃতীয় বোর্ডেই তাঁর ব্যক্তিগত স্বর্ণপদক নিশ্চিত করে ফেলেন। আর বৈশালী ড্র করার পর, ভান্তিকা আগরওয়ালের দুর্দান্ত জয়ের মাধ্যমে সোনা নিশ্চিত করেন।

ধোনিকে ছুঁয়ে পন্থ বললেন আমি আমার মতো

নিজস্ব প্রতিনিধি : টেস্ট সেঞ্চুরির ক্ষেত্রে তিনি ও মহেন্দ্র সিং ধোনি একই বিন্দুতে দাঁড়িয়ে। দু'জনেরই টেস্ট শতরানের সংখ্যা ছয়। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চাপের মুখে সেঞ্চুরি করার পরে তাঁর সঙ্গে তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির। কিন্তু তিনি ঋষভ পন্থ এমন তুলনায় বিশ্বাসী নন। পন্থ বললেন, এটা সিএসকের ঘরের মাঠ। মাহি ভাই এই মাঠে প্রচুর খেলেছে। তবে আমাকে নিয়ে যে তুলনা হচ্ছে, সেই প্রসঙ্গে বলব, আমি আমার মতোই থাকতে চাই। আমার সম্পর্কে কে কী বলছে, তা নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তিত নই। এক সময়ে দ্রুত রান তোলার জন্য আত্মঘাতী শট খেলে আউট হয়েছেন পন্থ। তিনি সমালোচিত হয়েছেন, ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন কিন্তু আগ্রাসী শট খেলা থেকে সরে আসেননি। তাঁর ক্রিকেট পাকিস্তানেরও দিল জিতে নিয়েছে। পন্থ নিজের ইনিংস সম্পর্কে বলছেন, পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলেছি আমি। তৃতীয় দিনে বাংলাদেশ শুরুটা করেছিল স্পিনার দিয়ে। আমি জানতাম তিনটে উইকেট হারিয়েছি আমরা। ফলে ঝুঁকি নিতে একেবারেই চাইনি।' প্রত্যাবর্তনের পন্থ ম্যাচ উইনার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে নিয়ে স্বপ্ন দেখাই যায়। অস্ট্রেলিয়ায় বর্ডার–গাভাসকর সিরিজে তাঁকে নিয়ে প্রত্যাশার পারদ চড়তে শুরু করে দিয়েছে এখন থেকেই।

আঁতস কাঁচে

বাগানের জয়

ডুরান্ডে ২গোলে এগিয়ে থেকেও জোড়া গোল হজম করে শেষে হেরে বসে হোসে মোলিনার দল। এদিন উলট–পুরাণ। নর্থ ইস্টের বিরুদ্ধে দু'বার পিছিয়েও ম্যাচে ফেরে সবুজ মেরুন। জয়ও আসে। ডুরান্ড ফাইনালের মধুর প্রতিশোধ নিয়েই আইএসএলে প্রথম জয় তুলে নিল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে জয় এল ৩–২ গোলে। প্রথম দুই গোলই দুই বাঙালির। একজন, দীপেন্দু বিশ্বাস অন্যজন শুভাশিস বোসের। অন্য গোলটি বাগানের হয়ে করেন জেসন কামিন্স। অন্যদিকে, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের হয়ে গোল করেন মহম্মাদ আলি বেমামার ও আলাউদ্দিন আজিরেই। ম্যাচের ৭৭ মিনিটে পেত্রাতোসের পরিবর্তে নামেন বিশ্বকাপার জেমি ম্যাকলারেন। অভিষেকেই গোলের সুযোগ ছিল। কিন্তু পারেননি। যদিও তাতে জয় আটকায়নি মোহনবাগানের। প্রথম ম্যাচে মুম্বই সিটির

ইস্টবেঙ্গলের হার

অনেক যুদ্ধ করে আনোয়ার আলিকে নিয়ে এসেছে ইস্টবেঙ্গল। অভিষেক ম্যাচ খেললেন। কিন্তু ইস্টবেঙ্গলের রক্ষণ তথৈবচ। কোটি কোটি টাকার আনোয়ারের পায়ের ফাঁক দিয়েই বল জালে। দ্বিতীয় ম্যাচেও হার ইস্টবেঙ্গলের। কেরালার কাছে ২–১ গোলে হার। তাও আবার এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দুই গোল হজম। সত্যিই শূন্য হাতে এভাবে ফেরাটা দুঃসহ লাল হলুদ সমর্থকদের কাছে। ম্যাচের ৬০ মিনিটে লাল হলুদের হয়ে গোল করেন পিভি বিষ্ণু। আশার আলো নিভে যায় এর ৩ মিনিটের মধ্যই কেরালা গোল শোধ করায়। ৭৭ মিনিটে আসে কেরালার জয়সূচক গোল। তাও ডিফেন্সের ভুলে। পরপর দুই ম্যাচে দুই হারে লিগ টেবিলের ১২ নম্বরে ইস্টবেঙ্গল।

বুমরাহ ৪০০

সাধে কি আর লোকে বলে বুম বুম বুমরাহ! টেস্টেও বিপক্ষকে ধূলিস্যাৎ করতে তাঁর স্পেলই যথেষ্ট। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসের শেষে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে চার উইকেট। তাতেই অনন্য মাইলস্টোন স্পর্শ করেছেন তিনি। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪০০ উইকেটের মাইলস্টোন টপকে যান জসপ্রীত বুমরাহ। এখন ১৯৬টি আন্তর্জাতিক ম্যাচের ২২৭টি ইনিংসে বল করে ৪০১ উইকেটের মালিক তিনি। দশম ভারতীয় বোলার হিসেবে এই কৃতিত্ব গড়লেন তিনি। পেসারদের মধ্যে বুমরাহ আছেন ষষ্ঠ স্থানে।

মিনি ডার্বি ড্র

কলকাতা লিগের দাপট কিছুটা হলেও থমকাল মহমেডানের বিরুদ্ধে। যদিও অপরাজেয়ই থাকল ইস্টবেঙ্গল। নৈহাটি স্টেডিয়ামে দু'দুবার পিছিয়ে পড়েও সমতা ফেরাল লাল হলুদ ব্রিগেড। তাতে সুপার সিক্সের লড়াই শেষ হল ২–২ গোলে। ২০ মিনিটে বামিয়া সামাদের গোলে এগিয়ে গিয়েছিল মহমেডান। ৪০ মিনিটে লাল হলুদকে সমতায় ফেরায় জেসিন টিকে। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১–১ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে সোরাইসাম রবিনসন সিংয়ের গোলে ফের এগিয়ে যায় মহমেডান। ৭৬ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন জেসিন টিকে। এরপর আর কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। তাতে ১৫ ম্যাচে বিনো জর্জের ছেলেদের পয়েন্ট দাঁড়াল ৪১। তাতে খেতাবের আরও কাছে পৌঁছলেও অপেক্ষাটা আরও একটু বাড়ল।

ছেলেদের সমান পুরস্কার মূল্য পাবেন মেয়েরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি : নারী–পুরুষের বৈষম্য দূর করতে ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল। এবার থেকে আইসিসি আয়োজিত টুর্নামেন্টে পুরুষদের সমান পুরস্কার মূল্য পাবেন মহিলারাও। আসন্ন মহিলাদের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকেই এই নিয়ম চালু হবে। মঙ্গলবার আইসিসির পক্ষ থেকে একথা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে আইসিসির বার্ষিক কনফারেন্সে মেয়েদের ছেলেদের সমান পুরস্কার মূল্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল ধরা ছিল। সাত বছর আগেই পদক্ষেপ করা হল। ২০২৩ সালের মহিলা টি২০ বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। সেবার ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা। ২০২৪ সালে পুরুষদের টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বিজয়ীদের ২.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার দেওয়া হয়, যা আগের তুলনায় ১৩৪ শতাংশ বেশি। ২০২৪ সালে ভারত পুরুষ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে এই পুরস্কার পেয়েছিল। আইসিসির পক্ষ থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'আইসিসি মহিলা টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ২০২৪, প্রথম আইসিসি টুর্নামেন্ট, যেখানে মহিলারা পুরুষদের সমান পুরস্কার মূল্য পাবে। এটা খেলাধুলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।' চাম্পিয়নসদের পাশাপাশি রানার আপের পুরস্কারও বাড়ল ১৩৪ শতাংশ। আগেরবারের ৫০০,০০০ মার্কিন ডলার (যা দক্ষিণ আফ্রিকার মেয়েরা পেয়েছিলেন) থেকে বাড়িয়ে এবার করা হয়েছে ১.১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। মহিলা বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দুই দল পেয়েছিল ২১০,০০০ মার্কিন ডলার, এবার থেকে পাবে ৬৪৫,০০০ মার্কিন ডলার। সবমিলিয়ে পুরস্কার মূল্য বাড়ল ২২৫ শতাংশ। ২০২৩ মহিলা বিশ্বকাপে যা ছিল ২.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবার তা হবে ৭,৯৫৮,০৮০ মার্কিন ডলার। এছাড়া গ্রুপ পর্বে প্রতিটি জয়ী দল পাবে ৩১,১৫৪ মার্কিন ডলার। যেসব দল সেমিফাইনালে উঠতে ব্যর্থ হবে ১.৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া ১০টি দলের মধ্যে ১১২,৫০০ মার্কিন ডলার করে পাওয়া নিশ্চিত।

ডিসেম্বরই শহরে বসছে আন্তর্জাতিক ম্যারাথন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরের শীতের সকালে লেপে ছেড়ে বেরিয়ে দৌড়ের উদ্দীপনা এবার আরও বেড়েছে। পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় অংশগ্রহণমূলক ক্রীড়া উদযাপন, টাটা স্টিল ২৫কে কলকাতা, এবার নতুন রূপে হাজির হয়েছে টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫কে কলকাতা নামে। এই দৌড়টি এবার বিশ্ব অ্যাথলেটিক্সের গোল্ড লেভেল অর্জন করেছে, যা একটি বিরাট অর্জন। ২০১৪ সালে শুরু হওয়া এই দৌড়টি ধীরে ধীরে ব্রোঞ্জ এবং সিলভার লেভেল অতিক্রম করে এবার গোল্ড লেভেলে পৌঁছেছে। আগামী ১৫ ডিসেম্বর এই দৌড়টি অনুষ্ঠিত হবে এবং এটি বিশ্বের প্রথম ২৫ কিলোমিটার গোল্ড লেভেল রেস হবে। আর এই দৌড়টি বিশ্বের সবচেয়ে ধনীতম ২৫ কিলোমিটার দৌড় হিসেবেও পরিচিত। ভারতীয় মুদ্রায় মোট পুরস্কারমূল্য প্রায় ১২ কোটি টাকা।এই অনুষ্ঠানে টাটা স্টিলের শীর্ষকর্তাদের পাশাপাশি টলিউড অভিনেত্রী কৌশানী মুখোপাধ্যায় ও উপস্থিত ছিলেন। কৌশানী গত বছর থেকেই এই দৌড়ের প্রচারমুখ হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, 'আমি প্রচণ্ড ফিটনেস ফ্রিক। জিমে নিয়মিত যেতে না পারলেও, দৌড়টা বাদ যায় না। আমি নিয়মিত দৌড়াই। সকালে খালি পেটে দৌড়াই আমি। বলতে পারেন এটা আমার ট্রান্সফর্মেশনের রাস্তা। শহর কলকাতার এই পরিস্থিতিতে, নিজে একটি মেয়ে হিসেবে, অন্য মেয়েদের রাজপথে দৌড়াতে দেখতে পাব ভেবেই ভাল লাগছে।' এই দৌড়ে মোট পাঁচটি ক্যাটেগরি থাকবে: ২৫ কিলোমিটার, ওপেন ১০ কিলোমিটার, আনন্দ দৌড় (প্রায় ৪.৫ কিলোমিটার), প্রবীণ নাগরিকদের দৌড় এবং বিশেষ ভাবে সক্ষমদের দৌড়। ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২২ নভেম্বর পর্যন্ত এই দৌড়ে নাম নথিভুক্ত করা যাবে।

টুকরো

সুযোগ নষ্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভুরি ভুরি গোলের সুযোগ নষ্ট। ফল যা হওয়ার তাই। ঘরের মাঠে বিদেশি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গোল–শূন্য ড্র করল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ–টু'তে তাজিকিস্তানের রাভসন এফসির বিরুদ্ধে সহজ সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন পেত্রাতস, কোলাসো, কামিন্সরা। রডরিগেজ খেলতে পারেননি। রিজার্ভ বেঞ্চেই বসে থাকলেন জেমি ম্যাকলারেন। আন্তর্জাতিক এই ম্যাচের শুরুতে মাত্র তিন বিদেশিকে রেখে দল সাজান মোহনবাগান কোচ মোলিনা। বলা হচ্ছিল, বাগানের গ্রুপে সবচেয়ে দুর্বল প্রতিপক্ষ ছিল এই রাভসন এফসি। সেই ফায়দাটুকু ঘরের মাঠে তুলতে ব্যর্থ বাগান কোচ মোলিনা ও তাঁর ব্রিগেড।

নতুন কোচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সামনেই ইউরোপীয় টুর্নামেন্ট। অক্টোবরের ৮–১৩ পর্যন্ত ফিনল্যান্ডে চলবে আর্কটিক ওপেন। তার আগে কোচ বদল করলেন পিভি সিন্ধু। প্রাক্তন অলিম্পিয়ান অনুপ শ্রীধরকে নতুন কোচ করলেন তিনি।

এক টেস্টেই অশ্বিনের একাধিক রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : অশ্বিনের চেন্নাইয়ে অশ্বিনের একগুচ্ছ রেকর্ড।বাংলাদেশকে মায়াজালে আচ্ছন্ন করলেন। সেই সঙ্গে কিংবদন্তি শেন ওয়ার্নকে ছুঁয়ে ফেললেন। আবার ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি কোর্টনি ওয়ালশকেও টপকে গেলেন ভারতের তারকা অফস্পিনার। প্রথম ইনিংসে বল হাতে উইকেট পাননি। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর নামের পাশে ৬টি উইকেট। এ বার নিয়ে অশ্বিন পাঁচ উইকেট দখল করলেন ৩৭–বার। অজি কিংবদন্তিও টেস্ট ফরম্যাটে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন ৩৭–বার। অশ্বিনের আগে কেবল শ্রীলঙ্কার স্পিনার মুথাইয়া মুরলীধরন। দ্বীপরাষ্ট্রের স্পিনার টেস্টে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন ৬৭ বার। এ তো গেল পাঁচ উইকেটের কথা। আরও এক পালক জুড়েছে অশ্বিনের মুকুটে। সব চেয়ে বয়স্ক ভারতীয় বোলার হিসেবে টেস্টে পাঁচ উইকেট নিয়ে নতুন এক নজির গড়লেন তিনি। ৩৮ বছর ৫ দিন বয়সে এর আগে কোনও ভারতীয় বোলারই পাঁচ–পাঁচটি উইকেট নিতে পারেননি টেস্ট ক্রিকেটে। তাঁর আগে বিনু মানকড় এই রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। ১৯৫৫ সালে

পেশোয়ারে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৩৭ বছর ৩০৭ দিন বয়সে পাঁচ উইকেট নিয়েছিলেন মানকড়। ঘরের মাঠে ৬ উইকেট নেওয়ায় অশ্বিনের টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ৫২২। তিনি ছাপিয়ে গেলেন ক্যারিবিয়ান পেসার কোর্টনি ওয়ালশকেও। ওয়ালশের টেস্ট উইকেটের সংখ্যা ৫১৯। টেস্টে সব থেকে বেশি উইকেট নেওয়ার ক্ষেত্রে অশ্বিন এখন আট নম্বরে।

কোহলির থেকে ব্যাট উপহার পেয়ে আপ্লুত আকাশদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরাট কোহলির কাছ থেকে ব্যাট উপহার পেয়েছেন তিনি। কিন্তু সেই ব্যাট কোনওদিনই ব্যবহার করবেন না বলে পণ করেছেন। তিনি আকাশদীপ। সম্প্রতি বিরাট কোহলির কাছ থেকে সই সম্বলিত ব্যাট উপহার পেয়েছেন বাংলার পেসার। সেই ছবি তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আকাশদীপ বলেছেন, বিরাট ভাই নিজে থেকেই আমাকে ব্যাট উপহার দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু ব্যাট চাইনি। একদিন আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, তোর ব্যাট লাগবে? বিরাট কোহলি কিংবদন্তি। অনেকের অনুপ্রেরণা। তাঁর কাছ থেকে এহেন উপহার পাওয়া প্রসঙ্গে আকাশদীপ বলেছেন, বিরাট ভাইয়ের কাছ থেকে কথাটা শোনার পরই খুব ভাল লাগল। আমি ব্যাটটা চেয়ে নিই। আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি কেমন ধরনের ব্যাটে ব্যাট করতে পছন্দ করি। আমি

কোনও উত্তর দিতে পারিনি। কেবল হেসেছি। বিরাটভাই তখন আমাকে বলেন, এই নে, তোর কাছে রাখ ব্যাট। কিংবদন্তির কাছ থেকে পাওয়া উপহার প্রসঙ্গে আকাশদীপ বলছেন, এই ব্যাট নিয়ে আমি কোনওদিন খেলব না। আমার ঘরের দেওয়ালে বিরাটভাইয়ের সই করা ব্যাটটা রাখব বলেই স্থির করেছি।' বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্টের প্রথম ইনিংসে ২ উইকেট নেন বাংলার পেসার। পর পর দুটো ডেলিভারিতে তিনি তুলে নেন জাকির হাসান ও মোমিনুল হককে।

সুন্দরবনের পাশে বিরাট কোহলি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সুন্দরবন: এবার সুন্দরবনের দুঃস্থ শিশুদের পড়াশুনা ও পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে এলেন ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। নিজের টুপি ও টি শার্ট নিলামের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার হাতে তুলে দিলেন বিরাট। সেই টি–শার্ট ও টুপি নিলাম করে সংগৃহীত অর্থ সারা ভারতের পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার দুঃস্থ ও অসহায় শিশুদের পড়াশুনা ও সুন্দরবনের পরিবেশ রক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে জানিয়েছেন সংস্থার সদস্যরা। গত বছর ও বিরাট নিজের টি–শার্ট দান করেছিলেন নিলামের জন্য। বিশ্বকাপে ভারত আফগানিস্থানের সাথে খেলায় যে টি–শার্ট পরেছিলেন সেটিকে দান করেন সেবামূলক কাজের জন্য। এবারের দেওয়া শার্ট ও টুপি ইতিমধ্যেই মুম্বইয়ের একটি পাঁচতাঁরা হোটেলে গত ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে নিলামে উঠেছে। এই সামগ্রী থেকে পাওয়া সর্বাধিক অর্থ আসবে সুন্দরবনে। দীর্ঘ দিন ধরেই বিরাট আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গো ধার্মিকের বিভিন্ন কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত। এই সংস্থাকে সমর্থন করেই এভাবে প্রতি বছর নিজের ব্যবহৃত খেলার সামগ্রী তুলে দেন তিনি নিলামের জন্য। সে গুলি বিক্রি করেই দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রান্তে নানা ধরনের সেবামূলক কাজ করে সংস্থাটি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, দুর্যোগ মোকাবিলা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে এই সংস্থাটি। গত ১৪সেপ্টেম্বর এই সংস্থার পূর্ব ভারতের প্রধান তথা সুন্দরবন বিশেষজ্ঞ দেবব্রত মন্ডলের হাতে চেন্নাইয়ে একটি পাঁচতারা হোটেলে বৈঠকের পর বিরাট নিজের টুপি ও টি–শার্ট তুলে দেন তাঁর হাতে। দেবব্রত মণ্ডল বলেন, 'বিরাট একজন খুব ভালো মনের মানুষ। সারা দেশের পাশাপাশি সুন্দরবনের দুঃস্থ অসহায় ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট চিন্তিত। পাশাপাশি চিন্তিত এখানকার পরিবেশ নিয়েও।তাই বারে বারে সুন্দরবনের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। আগামীদিনে সুন্দরবনে আসার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন বিরাট।' বিরাটের এই ধরনের সহায়তায় খুশি সুন্দরবনের মানুষও।

জেলায় জেলায় টক্কর

নবরূপে সেজে উঠছে জিম সেন্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সাতগাছিয়ার মুচিশায় ভগ্নপ্রায় জিম সেন্টার এবারে সেজে উঠছে নবরূপে। বজবজ ২ নম্বর ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে এই কাজ করা হচ্ছে। বজবজ ২ নম্বর ব্লকের সাতগাছিয়া বিধানসভার মুচিশা ফুটবল মাঠে বাম আমলে তৈরি হয়েছিল এই জিম সেন্টারটি। তার পর থেকে সংস্কারের অভাবে প্রায় ভগ্নপ্রায় দশায় পড়েছিল জিম সেন্টারটি। তৎকালীন ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ শমিক লাহিড়ির উদ্যোগে ২০০১ সালে ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই জিম সেন্টারটি।সেই জিমের সব সরঞ্জাম পড়ে থেকে প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বর্তমানে জিম সেন্টার সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। রঙ করা থেকে শুরু করে জানলার কাঁচ লাগানো এবং নতুন করে টিনের শেড তৈরি করা সমস্ত কিছুই করা হচ্ছে এখানে।এই ব্যাপারে বজবজ ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বুচান ব্যানার্জি বলেন, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গোটা বিষয়ে জানানোর পরেই পঞ্চায়েত সমিতির তরফ থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। এবং ইতিমধ্যেই জিম সেন্টার সংস্কারের কাজ শুরু করে দেওয়া হয়েছে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 8910487197 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com